চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৪ জ্যৈষ্ঠ – ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ঃ ১৮ মে – ২৪ মে, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 29, 18 May - 24 May, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যপাল–রাজ্য দ্বৈরথের মাঝে কোচবিহারের

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরখাস্ত করলেন রেজিস্টারকে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ক্ষেত্রেও তাকে অনুমতি নিতে হবে।

রবিবার : রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের

ওষুধের দোকানে ৬৫ থেকে ৬৭ শতাংশ ছাড়ে ওষুধ মেলে। সম্প্রতি সেই ছাড় আরও বাড়িয়ে ৮৫ থেকে ৮৮ শতাংশ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এই ছাড় কি ভোটের জন্য নাকি নিম্নমানের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে কম দামে।

সোমবার : উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত লাগোয়া কোদালিয়া নদী

পেরিয়ে দু'দফায় বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের শূন্যে গুলি চালিয়ে তাড়ায় বিএসএফ। ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতেই এই অনুপ্রবেশ বলে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার : ইডির তদন্তে আপত্তি জানালেও কলকাতা হাই

কোর্টে রাজ্য জানালো রেশন দুর্নীতির ৮৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে। যার মধ্যে ৬৫ টি মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছে, ২০টির তদন্ত চলছে।

বুধবার : কেষ্টপুর–বাগজোলা খালের দূষণ কবে কমানো যাবে,

খালপাড়ের দখলদার উচ্ছেদ কবে হবে। সময়সীমা উল্লেখ করে এসব রিপোর্ট না দিতে পারায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করল জাতীয় পরিবেশ আদালত।

বৃহস্পতিবার : ইভিএম কারচুপির অভিযোগ আদালতে বার

বার খারিজ হলেও মমতা অভিযোগ করছেন যে জোড়াফুলে বোতাম টিপলে পদ্মফুলে ছাপ পড়ছে। নির্বাচন কমিশন মনে করিয়ে দিয়েছে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে জেল হতে পারে।

শুক্রবার : সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই। কিছু ভাইরাল

ভিডিও নিয়ে শোরগোলের পর ফের নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে সরব সন্দেশখালির সাধারণ মহিলা থেকে শাসক দলের পঞ্চায়েত সদস্যাও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নাগরিকত্ব প্রদানে মতুয়া ভোটে বিজেপির ছায়া

কল্যাণ রায়চৌধুরী

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ইতিমধ্যেই চতুর্থদফা ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী ২০ মে সোমবার পঞ্চমদফা ভোটগ্রহণে উত্তর ২৪ পরগনার মোট পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং–এর সমর্থনে ভাটপাড়ার জগদ্দলে সভা করেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই একই দিনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বাগদার হেলেঞ্চায় বনগাঁর তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে সভা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরদিন সোমবার বনগাঁয় দলীয় প্রার্থীর প্রচারে আসেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা

বনগাঁ

বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। এরপর দিন মঙ্গলবার বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বনগাঁর আরএস মাঠে সভা করে যান। বনগাঁয় মতুয়া ভোট নিজেদের অনুকূলে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলই। মতুয়াদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, সিএএ লাগু ও নাগরিকত্ব প্রাপ্তি। মঙ্গলবার অমিত শাহ বনগাঁর সভায় বলে যান, মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাবেনই। কেউ আটকাতে পারবেন না। দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাদের হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ভাইদের নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। সিএএ যেমন লাগু হচ্ছে, তেমন নাগরিকত্বও প্রাপ্তি হবে তাদের।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই দাবির বাস্তবতার প্রমাণ পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার বনগাঁর কালমেঘা রামচন্দ্রপুর এলাকার প্রত্যেকেই উদ্বাস্তু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ সিএএ লাগু করার পর এখানে উচ্ছ্বসিত হন তারা। বুধবার আরও একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ১৪জন আবেদনকারীকে নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূলের সেনাপতিকে কি ওয়াকওভার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত আলোচিত একটি লোকসভা কেন্দ্র হল ডায়মন্ডহারবার। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। যার বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেই অনেকটা সময় লাগিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যায়ে ১৬ এপ্রিল বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের নাম ঘোষণা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল ভোটের আর হাতেগোনা ১৫ দিন বাকি কিন্তু এখনও এই কেন্দ্রে বিজেপি সেভাবে প্রচারে ঝড় তুলতে পারেনি। প্রার্থী অভিজিৎ দাস নিজের উদ্যোগে ছোট ছোট পথসভা, চায়ে পে চর্চা এবং র‍্যালি করছেন। এখনো পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা রাজ্য স্তরের নেতা–নেত্রীদের তাঁর

ডায়মন্ড হারবার

হয়ে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়নি। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে তো এখনো সে অর্থে প্রচারও শুরু করতে পারেনি বিজেপি। বিজেপি নেতারা বলছেন যেহেতু শেষ পর্যায়ে ভোট তাই ঠিক সময় মত সব হয়ে যাবে। অথচ একই সঙ্গে ভোট হওয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্য তিনটি লোকসভা কেন্দ্র মথুরাপুর জয়নগর ও যাদবপুরে কিন্তু রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কিংবা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই একাধিক জনসভা করেছেন। তাহলে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে তারা কেউ আসছে না কেন? উঠছে প্রশ্ন।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি প্রথম নির্বাচনী জনসভা সাতগাছিয়ার মুচিশা মাঠেই বলেছিলেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রটি আপনারা দেখে দিন, বাকি ৪১টা আসন আমি দেখে নেব। তাহলে কি তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে কোন পাত্তাই দিতে চাইছে না। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সামান্য শিথিলতা বদলে দিতে পারে ম্যাচের ভাগ্য

শক্তি ধর : ম্যান মার্কিং এবং বোতলবন্দী ছকে ভোট কেন্দ্রের ডি বক্স আটকে দিয়ে প্রথম তিন দফায় পশ্চিমবঙ্গে যে সাফল্য পেয়েছিল কোচ নির্বাচন কমিশন বাহিনী বাড়িয়েও তাতে কিছুটা দাগ লেগে গেল চতুর্থ দফায়। শেষ পর্যন্ত ওয়েব ক্যামেরার মত গোলকিপারের দৌলতে গোল না হলেও ডিফেন্স চিরে ছাপ্পা ভোটের দুচারটে থ্রু পাশ কিন্তু এবার চলে এসেছিল গোল বক্সে। মনে রাখতে হবে ভোট যত রাজ্যের দক্ষিনে এগুবে ততই রাফ ট্যাকল, চোরাগোপ্তা মারের সংখ্যা বাড়বে ম্যাচে। সামান্য শিথিলতাও ভাগ্য বদলে দিতে পারে ভোট ম্যাচের।

তাই সাবধানে স্ট্রাটেজি সাজাতে হবে সামনের ৩টি ম্যাচে। পঞ্চম দফায় ৩ জেলার সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গতবার এখানে মাত্র ১৩৬২০ ভোটে তৃণমূলকে হারিয়েছিল বিজেপি। সিপিএম এখানে ১লাখের বেশি ভোট পেয়েছিল। এবারেও অর্জুন টিকিট না পেয়ে দল বদলে বিজেপিতে। ভোটের ইতিহাস বলছে এখানে ভোট

২০১৯ এর ভোটপ্রাপ্তি

কেন্দ্র	কংগ্রেস	বাম	বিজেপি	তৃণমূল
বনগাঁ	২২৬১৮	৯০১২২	৬৮৭৬২২	৫৭৬০২৮
ব্যারাকপুর	১৫৭৮৪	১১৭৩৫৪	৪৭১৪৯০	৪৫৭৮৭০
হাওড়া	৩২১০৭	১০৫৫৪৭	৪৭৩০১৬	৫৭৬৭১১
উলুবেড়িয়া	২৭৫৬৮	৮১৩১৪	৪৭৯৫৮৬	৬৯৪৯৪৫
শ্রীরামপুর	৩২৫০৯	১৫২২৮১	৫৩৯১৭১	৬৩৭৭০৭
হুগলি	২৫৩৭৪	১২১৫৮৮	৬৭১৪৪৮	৫৯৮০৮৬
আরামবাগ	২৫১২৮	১০০৫২০	৬৪৮৭৮৭	৬৪৯৯২৯

রক্তক্ষয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এই জেলার বনগাঁয় ২০১৯এ বিজেপি ১লাখের বেশী মার্জিনে জিতেছে। মন্ত্রীত্বও পেয়েছেন এখানকার সাংসদ। এবার এখানে সিএএ–র পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। তবে লড়াই হবে জোরকদমে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হাওড়া ও উলুবেড়িয়াতেও। এছাড়া রয়েছে বন্ধ শিল্পের শ্রীরামপুর ও হুগলি এবং কৃষিপ্রধান আরামবাগ। এবারের ম্যাচে সবার মধ্যে ষ্টার প্লেয়ার আরামবাগ। গত লোকসভা ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর নামমাত্র ১১৪২ ভোটের ব্যবধানে বিজেপি হেরেছিল তৃণমূলের কাছে। এবারে তারা মরিয়া। তৃণমূলও ছাড়বার পাত্র নয়। ফলে এই তারকা কেন্দ্রের জন্য আলাদা স্ট্রাটেজি ঠিক করতে হবে কমিশনকে।

যদিও চতুর্থ ম্যাচের অভিজ্ঞতার নিরিখে আগামী ম্যাচে আরও বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পূর্ব ঘোষিত মোট সংখ্যাও ছাপিয়ে যেতে পারে বলে বলা হচ্ছে। অবশ্য বাহিনী বাড়ালেই তো হবে না, ঠিক ঠাক তাকে কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে সামনে আরও টাফ ম্যাচ আসছে।

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় আগামী ২০ মে এ রাজ্যের তিন জেলার ৭ টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে। কেন্দ্র গুলির মধ্যে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ(১৪) ও ব্যারাকপুর(১৫) কেন্দ্রে, হুগলি জেলার শ্রীরামপুর(২৭), হুগলি(২৮) ও আরামবাগ(২৯) কেন্দ্রে এবং হাওড়া জেলার হাওড়া(২৫) ও উলুবেড়িয়া(২৬) কেন্দ্রে। মোট এই ৭ লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ জন মহিলা সহ মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ৮৮ জন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৫ জন ও ব্যারাকপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৪ জন। হুগলি জেলার শ্রীরামপুর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ১১ জন, হুগলি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন এবং আরামবাগ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১০ জন। হাওড়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১৪ জন এবং হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন ১২ জন।

প্রার্থী পাঁচালি

বরুণ মণ্ডলের সংযোজন: এই রাজ্যের পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচনে যে ৮৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন, তাদের মধ্যে ৬ জন সাংসদ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছেন। এরা হলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ শান্তনু ঠাকুর (বয়স : ৪২)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩৫ শতাংশ (+ ২,৮১,৪৬,২১৯ টাকা)। এই জেলার আরেক সাংসদ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ অর্জুন সিংহ (বয়স : ৬২)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪১ শতাংশ (+ ১,৯৪,২১,২৯৫ টাকা)। এবার হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়(বয়স : ৬৭)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪ শতাংশ(+ ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১০ হাজার ৫৬৯ টাকা)। এই জেলার হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্তমান সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়(বয়স : ৪৯)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ (+ ৮৯,৩৩,৪৪১ টাকা)। এবার হাওড়া জেলার হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়(বয়স : ৬৯)। অবাক করা ঘটনা, গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে ২২ শতাংশ (– ২৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৩২ টাকা)। এই জেলার আরেক সংসদ উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ সাজদা আহমেদ(বয়স : ৬২)। গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫ শতাংশ (+ ১,৫৬,৯০,৪৫৬ টাকা)।

এবার আসি, এই ৬ সাংসদের লোকসভা অধিবেশনে উপস্থিতি কেমন? এবং এরই সঙ্গে সপ্তদশ লোকসভা অধিবেশনে গত পাঁচ বছরে এই সাংসদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন সংখ্যা কার ক'টি? দেশের সপ্তদশ লোকসভার অধিবেশন বসে ২৭৩ দিন। তাতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ১০৩ দিন উপস্থিত থেকে সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন ৮৬ টি। এই জেলার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ অর্জুন সিংহ সংসদে দীর্ঘ প্রায় দুই শত দিন মোট ১৯২ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ প্রশ্ন করেছেন মাত্র ১৭ টি। এবার আসি হুগলি জেলার শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে দীর্ঘ ১৮৭ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ একাধিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ১২৩ টি প্রশ্ন করেছেন। এই জেলার হুগলি লোকসভা

এরপর পাঁচের পাতায়

মৈপীঠ নগেনাবাদে জেটি ঘাটের দাবি এলাকাবাসীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : এত বছরেও একটা জেটি ঘাট হলো না সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম নগেনাবাদে।প্রশাসনিক মহলে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠের প্রত্যন্ত গ্রাম নগেনাবাদ। সেখানে কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর বাস। নদীতে মাছ–কাঁকড়া ধরে পেট চালান তাঁরা। মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়শই বাঘের হামলার মুখে পড়েন। অনেকের প্রাণও যায়। নদীতে যাতায়াতের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ দাবি জানিয়ে আসছে একটি জেটি ঘাটের।সারা বছর যেমন কাঁদা ঘেঁটে নৌকায় উঠে তাঁরা নদীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যায় মাছ কাঁকড়া ধরতে তেমনি প্রতিবছর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার নগেদাবাদের জেটি বিহীন ঘাট থেকে কাঁদা মেখে নদীতে করে ৪৫ মিনিট অতিক্রম করে আজমমালির জঙ্গলে জঙ্গল পুজো বা বনবিবির পুজো দেখতে যায় লক্ষাধিক মানুষ।আর তাই পাকা জেটি ঘাটের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন। কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন দর্শনার্থী বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে বনবিবির পুজো দেখতে লক্ষাধিক মানুষ আসে,তাছাড়া এখানকার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে সেখানে এত বছরে মানুষের নূন্যতম প্রয়োজনের জেটি ঘাট তৈরি করে দিতে পারলো না প্রশাসন।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমরা বহু বার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। আর এই এলাকায় দ্রুত জেটি ঘাট তৈরির দাবিতে আন্দোলনের পথে নামছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাঁরা সারা বছরই সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে কাজ করে।এব্যাপারে এপিডিআরের জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের এই সব এলাকার মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান নেই। তাঁরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।আর নদী পথই তাদের জীবিকার মূল মাধ্যম।আর দীর্ঘ দিন এই নগেনাবাদের এই এলাকায় কোনো জেটি ঘাট নেই। এরপর পাঁচের পাতায়

জনসংখ্যা আপদ নয় সম্পদ

নির্মল গোস্বামী

ভারতে লোকসভা নির্বাচন চলছে। প্রচারের বিভিন্ন তরঙ্গঘাতে সাধারণ ভোটাররা দিশেহারা। কেউ করছে হিন্দু তোষণ,কেউ মুসলিম তোষণ। কেউ উচ্চবর্নের তাস খেলছে তো কেউ ও.বি.সি তাস খেলছে। কেউ দুর্নীতি মুক্ত ভারতের ডাক দিচ্ছে তো কেউ সি.বি.আই –ই.ডি লেলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করছে। কেউ সশক্ত ভারত নির্মাণের জন্য ভোট চাইছে তো কেউ এজেন্সি দিয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য ভোট চাইছে। কেউ বলছে রাজ্যের উন্নয়নের প্রাপ্য টাকা উন্নয়ন দেয়নি। আবার অন্যরা বলছে, রাজ্য হিসাব দেয়নি। একজন বলছে দুর্নীতিগ্রস্থরা কেউ ছাড় পাবে না। অন্যজন বলছে কোন দুর্নীতি হয়নি সব বিরোধীদের সাজানো ষড়যন্ত্র। কেউ বলছে কংগ্রেস মুক্ত ভারত তো কেউ বলছে বিজেপি মুক্ত ভারত। এই সব দেখে শুনে ভোটারদের অবস্থা– বল মা তারা দাঁড়াই কোথা অবস্থা। এরপর আছে প্রতিশ্রুতির বন্যা। কেউ সাইকেল দিয়েছে তো অন্যজন বলছে আমরা স্কুটি দেবো। কেউ ট্যাব দিয়েছে তো অন্যজন বলছে আমরা প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীদের বিনামূল্যে ল্যাপটপ দেবো। কেউ লক্ষীর

ভাণ্ডার ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা করার দাবিতে ভোট চাইছে,আবার কেউ বলছে আমরা ক্ষমতায় এলে ২০০০ টাকা করে দেবো। আবার কেউ বলছে মহিলাদের লাখ টাকা করে দেবো। প্রতিশ্রুতির বহরে যদি বিশ্বাস রাখতে হয় তবে বলতে হবে, ভারতবর্ষ হল সোনার ডিম পাড়া হাঁস। যেখানে আর কোনও সমস্যা নেই।

অথচ সত্যি কথা কোন দলই বলছে না। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরিসংখ্যান বলছে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে বেকারের হার হল ৮ শতাংশ এরপর পাঁচের পাতায়

ভারতের জাতীয় পতাকার দেখা মিলল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে

কুনাল মালিক

লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন পাকিস্তানের দখল করা কাশ্মীরে সেখানকার জনগণ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবিতে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ল। গত শুক্রবার থেকে জম্মু–কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি নামে একটি সংগঠন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেমেছে। সংগঠনের ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করার পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। মিছিলে গুলি চালালে প্রায়

চারজনের মৃত্যু হয় এবং আহত হন বেশ কয়েকজন। বিক্ষোভকারীরাও এক পুলিশকে গণপ্রহারে নিহত করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটে ভারতীয় পতাকা উড়েছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয় অবিলম্বে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বলে পোস্টারও পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়।

কাশ্মীরের অন্যতম সমাজকর্মী আমজাদ আইয়ুব মির্জা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, যে পরিস্থিতি এখানে তৈরি হয়েছে তাতে ভারত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার অগ্রগতির পথের কাঁটা মিথ্যা ভাষণ

এগিয়ে বাংলা / ২

ভোটের আবহে বাংলা নিয়ে পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রচারের অন্ত নেই। গলা ফাটাচ্ছেন শাসক থেকে বিরোধী নেতারা। সত্যিই কি বাংলা এগিয়ে চলেছে। খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

অবশ্য ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিনামেই নয়াচরে বিকল্প কেমিক্যাল হাব স্থাপনের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের জুরঙ্গ কনসালট্যান্ট ওই এলাকার জমি ও মাটি পরীক্ষা করে হাব গঠনে সরকারকে সবুজ সংকেত প্রদান করে। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সমুদ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়ও এই প্রকল্পের পক্ষে রায় দেন।

তবে এই দুইটি প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ করতে গিয়ে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে বাংলার রাজনীতিতে বি/ (কু) খ্যাত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যা 'নন্দীগ্রাম আন্দোলন' ও 'সিঙ্গুর আন্দোলন' নামে ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করছে। নন্দীগ্রামে নেতৃত্ব দেয় ভূমি উচ্ছেদ কমিটি, আর সিঙ্গুরে গড়ে ওঠে জমি বাঁচাও কমিটি। নন্দীগ্রামের মানুষকে বোঝানো হয় সরকার জোর করে তাদের জমি কেড়ে নেবে, আর কেমিক্যাল হাব হলে পরিবেশ দূষিত হবে। অপরদিকে, সিঙ্গুরে প্রায় ১৬ দিন জাতীয় সড়ক বন্ধ করে, জনজীবন বিপর্যস্ত করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এরাজ্য থেকে টাটাদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ৫০ ভাগের বেশি সমাপ্ত হওয়া কারখানা আজ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। রাজ্য থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে ন্যানো গাড়ির কারখানা গড়ে ওঠে গুজরাটে। বাংলার ছেলে মেয়েরা হল বঞ্চিত; তারা হারাল ডিসেন্ট চাকরির সুযোগ। আর সাধারণ জনগণ হারাল তাদের নতুন শিল্পোন্নত বাংলা তৈরির স্বপ্ন।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটে। ক্ষমতায় আসার আগে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস দল পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কাছে যে আবেদন ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নির্বাচনী ইস্তাহারের মাধ্যমে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নথি। সেখানে প্রথমেই বলা হয় আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আনা হবে এবং তা হবে অপেক্ষাকৃত বেশি ভালো এবং উজ্জ্বলতর। গড়ে উঠবে সুশাসন। তবে সুশাসন মানে যদি হয় তা অংশগ্রহণমূলক, জনমতভিত্তিক, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ, কার্যকরী, দক্ষ, ন্যায় সংগত, ব্যাপক ও আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে এ রাজ্যের জনগণ বিচার করবে গত ১৩ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কতটা সুশাসন বাস্তবায়িত করেছে, এবং বাংলায় বামফ্রন্টের তুলনায় কতটা ভালো ও উজ্জ্বল হয়েছে নাগরিকদের জীবন, জীবিকা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। ম্যানিফেস্টোর মাধ্যমে তৎকালীন বামফ্রন্ট ও সিপিএমের 'অত্যাচারী, শোষণমূলক ও কর্তৃত্ববাদী পার্টি ক্যাডারদের অপশাসন' থেকে মুক্তির দাবিতে জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। জনগণ সেই আবেদনে সাড়া দেয়। তার বিনিময়ে বাংলার জনগণ কি গত ১৩ বছরে সত্যিই মুক্তি লাভ করতে পেরেছে? কেবলমাত্র দলের নামটা অদল–বদল হয়েছে। আর অত্যাচার, শোষণ, কর্তৃত্ববাদী পার্টি ক্যাডারদের অপশাসন একইভাবে চলে আসছে সাধারণ গরিব মানুষদের উপর।

(ক্রমশঃ)

উত্তরের আঙিনায়

পানীয় জলের সমস্যা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : তিস্তা ব্যারেজ মেরামতি কাজ চলবে, সেই কারণে জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।পানীয় জলের সমস্যা চলবে বেশ কিছুদিন শিলিগুড়িতে।

জানা গেছে তিস্তা ব্যারেজ মেরামতির কাজ করা হবে। সে কারণে আগামী তিন সপ্তাহ শহরে পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ হবে না। আজ থেকে টানা তিন সপ্তাহ শহরে পানীয় জলের সমস্যা থাকবে। তিস্তা ব্যারেজ মেরামতি হবে এই বিষয়ে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে জলপরিসেবা ব্যাহত। সেই কারণে মানুষকে পানীয় জল কিনে খেতে হবে।

এই বিষয়ে একজন জল বিক্রেতা জানিয়েছেন, এমনিতেই তাদের প্রতিদিন তিন গাড়ি করে জলের কন্টেনার বিক্রি হয়। কিন্তু শিলিগুড়িতে আজ থেকে পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার দরুন সেই চাহিদা বেড়ে গেছে। তবে তারা পানীয় জলের কন্টেনারের দাম অপরিবর্তিত রেখেছেন। আগেও যা দাম ছিল এখনো একই দাম রয়েছে।

আরো একজন পানীয় জলের কোম্পানির কর্মরত জানান, আগেও পানীয় জলের যা দাম ছিল তাদের কোম্পানিতে একই দাম রয়েছে।

জলের দামের কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি পুরো নিগম থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুক্রবার থেকে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। তবে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের তরফ থেকে আরো জানানো হয় ,বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে পুরো নিগমের তরফ থেকে যথা সম্ভব পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

পাখিদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য জলের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: পাখিদের কলরব আছে বলেই প্রকৃতি এত সুন্দর! রংবেরঙের পাখি প্রকৃতির মাধুর্য বাড়িয়ে দেয়। গ্রীষ্মকাল তাদের কাছে সুখের বার্তা নিয়ে আসে না। মানুষের মতো তারাও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। এক ফোটা জলের খোঁজে উড়তে থাকে তারা। তাদের কথা ভেবে এগিয়ে এলো শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে তারা একটি অভিনব কর্মসূচি করে পাখিদের জন্য। ওই এলাকায় যে গাছগুলিতে পাখিদের আনাগোনা বেশি, সেই গাছগুলিতে তারা গামলা ভর্তি জল ঝুলিয়ে দিল। যাতে তৃষ্ণার্ত পাখিরা জল পানের মাধ্যমে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। তারা দশটি গাছে দশটি গামলা ঝুলিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা জানান, পাখিদের কথা ভেবেই তাদের এই প্রচেষ্টা।

গ্রীষ্মকালের তৃষ্ণার্ত পাখিরা যাতে জল পানের মাধ্যমে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে তাই তাদের এই উদ্যোগ। আজ তারা যে গাছগুলিতে পাখিদের আনাগোনা বেশি সেখানে জল ভর্তি গামলা ঝোলালেন। অদূর ভবিষ্যতে সময় সুযোগের মাধ্যমে তারা গোটা শহরের মধ্যেই এই কর্মসূচি চালাবেন বলে জানান।

ফুলবাড়িতে বিকল্প জল সরবরাহর ব্যবস্থা পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: চলছে তিস্তা ব্যারেজের কাজ। সেজন্য বেশ কিছুদিন শিলিগুড়িতে পানীয় জলের পরিষেবা ব্যাহত থাকতে পারে, এই বিষয়ে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরো নিগম। পাশাপাশি জানানো হয় শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে বিকল্পভাবে পানীয় জলের সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে শিলিগুড়ি পুরো নিগম।শহরের জলসংকট সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে, গজলডোবার তিস্তার বাঁধ সংস্কারে কাজ চলছে জোর কদমে। এদিন সকালে সরজমিনে পরিদর্শন ও ফুলবাড়িতে পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা – তৈরির কাজ ও ফুলবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে বর্তমান জলস্তর পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র মেয়র গৌতম দেব। তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, সহ আরো অন্যান্য আধিকারিকরা। মেয়র গৌতম দেব বলেন,সমস্ত কাজ দ্রুততা ও তৎপরতার সঙ্গে চলছে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, খুব তাড়াতাড়িই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ মে – ২৪ মে, ২০২৪

মেষ রাশি : বিবাহের কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। প্রেসার ও নার্ভজনিত সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, শারিরিক পীড়া বৃদ্ধিতে শয্যাশায়ী হতে পারেন। পারিবারিক সমস্যার দরুন মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হলেও তা থেকে অব্যাহিতর পথ পাওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। ফাটকায় অর্থ বিনিয়গে ঝুঁকি কম।

প্রতিকার : হনুমানের পুজো করুন।

বৃষরাশি: কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা। অপ্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয় চিন্তার কারণ। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও তা থেকে সমাধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুফল লাভের সম্ভাবনা। চক্ষুজনিত সমস্যার বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ললিতা সহস্রম পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করার প্রোয়জন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে মানসিক শান্তি। গুরুজনের শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভবনা। সম্মতি নিয়ে গুরোজনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। তীর্থে ভ্রমনের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সুফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হলেও,আরোগ্য লাভের সম্ভবনা। আর্থিক উপার্জন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দক্ষতা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম হবে। আসানুরূপ সাফল্য না পাওয়ায় সম্ভবনা ব্যাবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

সিংহ রাশি : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও পরিশ্রম আশানুরূপ সাফল্য লাভ হতে পারে। ঋণ গ্রহণ করার প্রবনতা বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা চিন্তার কারণ হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে। সম্পতি নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভানা। মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। উপার্জন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ লাভ হতে পারে।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। সঞ্চয়ে বাধা। কর্মক্ষেত্রে উপার্জন বৃদ্ধিতে আশানরূপ সাফল্য লাভ হতে পারে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা বন্ধু কতৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা। হৃদজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : 'ও নম: নারায়ণ' মন্ত্র জপ করুন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগীতা সত্ত্বেও সাফল্য। সরকারি কর্মীদের পরিশ্রম সত্ত্বেও আয় বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। ভাই বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য হলেও সম্পকের অবনতির সম্ভবনা কম। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। আর্থিক ক্ষতির থেকে সাবধান বিদেশ যওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিবাহে বাধা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : কেতুর আর্শীবাদ পেতে মঙ্গলবার যঞ্জ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : বিষয়–আশয় নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সুসংবাদ পেতে পারেন। সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি। বয়োজ্যেষ্ঠোদের শারীরিক পীড়া। বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ফাটকায় অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কাজকর্মে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পরিবার, সন্তান এবং বিপরীত লিঙ্গের কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অথবা তর্ক–বিতর্ক থেকে দুরে থাকাই ভালো। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ বৃহস্পতে নমঃ পাঠ করুন।

মকর রাশি : ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। স্বামী–স্ত্রী সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। স্বজনের ব্যবহারে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। বিবাহে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা। সমাজ কল্যানমূলক কর্মে অগ্রগতি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : শনিবার প্রতিবন্ধিদের দান করুন।

কুম্ভ রাশি : ঋণ পরিশোধের সুযোগ আসতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। স্বজনের অনৈতিক কর্মে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। বিষয়–আশয় নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার অসহায় মানুষকে গম দান করুন।

মীন রাশি : ঠান্ডা জনিত রোগে শয্যাশায়ী হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে উধ্বতন কতৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে পারেন। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার শিব পুজো করুন।

কাজের খবর

ভারতীয় নৌবাহিনীতে নাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: ভারতীয় নৌবাহিনী অগ্নিবীর (সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস–এস.এস.আর.) পদে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। অগ্নিপথ স্কিমে এই পদের নাম হল অগ্নিবীর (এস.এস.আর.)। এই পদের ব্যাচ নম্বর: ০২/ ২০২৪. কারা কারা আবেদনের যোগ্য : ফিজিক্স ও অঙ্ক আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। ফিজিক্স ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। জন্ম–তারিখ হতে হবে ১–১১–২০০৩ থেকে ৩০–৪–২০০৭"এর মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/১২,৬/১২ যা৬/৬, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। শুরুতে বেসিক ট্রেনিং হবে নভেম্বর মাস নাগাদ, আই.এন.এস. চিল্কায়। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, রাত কানা বা, অন্য কোনো শারীরিক রোগ থাকলে যোগ্য নন। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে

৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ৯,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০,৯৫০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

এছাড়াও অগ্নিবীরদের নন–কনট্রিবিউটরি স্কিমে ৪৮ লাখ টাকার জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, রেশন, পোশাক, থাকবে। সেইসঙ্গে ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি মেডিক্যাল লিভ–ও পাওয়া যাবে।

৪ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা, অন্য র‍্যান্ডে। তখন রেগুলার কর্মীর মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে অগ্নিবীর স্কিল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রাপ্য অগ্নিবীর করপাস ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ–সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে সেবা নিধি) দেওয়া হবে যা, আয়করে ছাড় দেওয়া হরে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে অন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন কিংবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে ঋা পেতে পারেন। কোনো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা–খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড ইন্ডিয়ান নেভি এন্ট্রান্স টেস্ট (INET) হবে। এই পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে এই ৪টি পার্টে। ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক মানের। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। তখন শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ২০ বার ওঠ–বোস, ১৫ বার পুশ–আপ ও ১৫ বার হাঁটু ভেঙে সিট আপ। মেয়েদের বেলায় ৮ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১৫ বার ওঠ–বোস, ১০ বার পুশ–আপ ও ১০ বার হাঁটু ভেঙে সিট আপ। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে আই.এন.এস. চিল্কায়। ৩–৪ দিন থাকার প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন। সফলদের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে: https:// ag-niveer navy.cdac.in http:// agniveer navy.cdac.in/ ট্রেনিং শুরু নভেম্বরে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৩ মে থেকে ২৭ মে"র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: <https://agniveernavy.cdac.in/> এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন: (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন) (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (গ) সিগনেচার (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (ঘ) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশীট। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫৫০ টাকা অনলাইনে জমা দেবেন (জি.এস.টি. চার্জ আলাদা)। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কয়েকশো ক্লার্ক ও অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতের ৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গ্রুপ–এ অফিসার (স্কেল।, ।।, 111) ও গ্রুপ–বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে ৭ হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS) দরখাস্ত নিতে চলেছে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনলাইন টেস্ট (প্রিলি ও মেন) হবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে IBPS ইন্টারভিউয়ের সফল প্রার্থীদের কল লেটার পাঠাবে। ইন্টারভিউয়ে সফল হলে ওই ৪০টি ব্যাঙ্কের ওইসব পদে চাকরি পেতে পারেন। মোট ৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ–সহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলে নিয়োগ হবে এইসব ব্যাঙ্কে : (১) পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (২) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৩) পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, (৪) অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, (৫) বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৬) ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৭) লাঙপী দেহাঙ্গী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৮) মধ্য বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৯) মণিপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১০) মেঘালয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১১) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১২) ওড়িশার উৎকল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৩) উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৪) ছত্তিশগড় রাজ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৫) ওড়িশা গ্রাম্য ব্যাঙ্ক। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হয়।

অফিসার স্কেল। (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে।

অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) (ম্যানেজার): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কোনো ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অফিসার স্কেল–।। স্পেশালিস্ট অফিসার (ম্যানেজার) নেওয়া হবে এইসব পদে: ইনফর্মেশন টেকনোলজি অফিসার: ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এ.এস.পি., পি.এইচ.পি., সি++, জাভা, ভি.বি., ভি.সি., ও.সি.পি. ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট থাকলে ভালো হয়। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট:** ইনস্টিটিউশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলে আর ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনের যোগ্য।

ল"অফিসার: মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। কোনো আর্থিক বা, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ল অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর আর অ্যাডভোকেট হিসাবে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ট্রেজারি অফিসার: ফিনান্স শাখায় এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইনস্টিটিউট নি অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

মার্কেটিং অফিসার: মার্কেটিং নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাগ্রিকালচারাল অফিসার: অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি সায়েন্স,অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, পিসিকালচার বা, অ্যালায়েড স্পেশালাইজেশন বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শূন্যপদের তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন।

"অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–। পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–।। পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS)। Recruitment of Officers (Scale I, II & III) and Office Assistants (Multipurpose) in Regional Rural Banks (RRBs)-CRP RRBs XIII"এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল–। পদের বেলায় প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০, ১৭, ১৮ আগস্ট। তারপর হবে মেন পরীক্ষা। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের মেন পরীক্ষা হবে ৬ অক্টোবর আর অফিসার স্কেল। পদের বেলায় ২৯ সেপ্টেম্বর। অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) ও অফিসার স্কেল–।। (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের বেলায় একটিই পরীক্ষা হবে, ২৯ সেপ্টেম্বর।

সব পদের বেলায়ই পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গের বেলায় – কলকাতা, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, আসানসোল, (২) ত্রিপুরার বেলায় আগরতলা। (৩) ওড়িশার বেলায় বালাসোর, ভুবনেশ্বর, কটক, সম্বলপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম), ঢেঙ্কানল, রৌরকেলা। (৪) অসমের বেলায় গুয়াহাটি, শিলচর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, কোকড়াঝড়, তেজপুর। (৫) বিহার রাজ্যের বেলায় – পটনা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা, পূর্ণিয়া, সমস্তিপুর, ঔরঙ্গাবাদ, আড়, বিহারশরিফ। (৬) ঝাড়খন্ড রাজ্যের বেলায় রাঁচী, ধানবাদ, জামশেদপুর, বোকারো, হাজারিবাগ। (৭) মণিপুর রাজ্যের বেলায় ইম্ফল। (৮) মেঘালয় রাজ্যের বেলায় – শিলং ও রি–ভই। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যে পরীক্ষা দিতে হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়: (১) রিজনিং– ৪০ নম্বর, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর।

অফিসার স্কেল। পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং ৪০ নম্বর, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট ৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন জুলাই–আগস্টে। সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর–অক্টোবরে। মেন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) রিজনিং ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় অফিসার স্কেল। পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট– ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস – ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ – ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। মেন পরীক্ষার ফল বেরোবে অক্টোবর–নভেম্বরে। অফিসার) পদের বেলায় শুধুমাত্র একটিই অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং– ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন– ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ – ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা "অফিসার স্কেল–।। (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের বেলায়ও একটিই পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২৪০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন– ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস– ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ– ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ – ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৬) প্রফেশনাল নলেজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন সেপ্টেম্বরে। ইন্টারভিউ হবে অক্টোবর–নভেম্বরে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে: www.ibps.in <http://www.ibps.in/> কয়েকদিনের মধ্যেই অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে। এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন, যা নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ অফিসার স্কেল–। ও অফিসার স্কেল–।। পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) আর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শব্দবার্তা ২৯৪

১			২	■	■	৩	■
	■	■	৪				
	■	■		■	■		■
৫	৬			■	■		■
■		■	■	৭			৮
■		■	■		■	■	
৯					■	■	
■		■	■	১০			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রকাশ, উদয় ৪। বিবাহাদি উৎসবে ভোরবেলায় অনুষ্ঠেয় মঙ্গলাচারবিশেষ ৫। একটু–আধটু ৭। উপাখ্যান, গল্প ৯। একরকমের ফুল ১০। আস্ফালন।

উপর–নীচ

১। খনিজ ২। দুর্নাম, অপযশ ৩। চিত্রকর ৬। বড়ো শহর ৭। নিবৃত্ত, বিরত ৮। ওষুধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত শাকবিশেষ।

সমাধান : ২৯৩

পাশাপাশি : ২। আদমশুমারি ৫। সামরিক ৭। বিফলে ৯। ডবল ১০। পদরজ ১২ খরচখরচা।

উপরনীচ : ১। ভরসা ৩।দলকচু ৪। মারফতদার ৬। মনসবদার ৮। অপকার ১১। জলুস।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হলেন সিরাজুল লস্কর নামে এক ব্যক্তি।সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারী শরীফের দক্ষিণ মাকালতলা গ্রামে। গুরুতর জখম ওই ব্যক্তি বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি এদিন নিজের বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের কাজ করছিলেন। আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

বাইকের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম মহরম লস্কর(৫৭)। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি চৌমাথা এলাকায়।ক্যানিং থানার পুলিশ মঙ্গলবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোনাখালির বাসিন্দা মহরম লস্কর চৌমাথা এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগতির বাইক তাকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে,পরিবারের লোকজন ওই মহিলাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রবিন দাস, গঙ্গাসাগর : সাত সকালে ভয়াবহ আগুন গঙ্গাসাগরে, পুড়ে ছাই হলো একটি দোকান ঘর। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়, স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর কোষ্টাল থানার অন্তর্গত গঙ্গাসাগরের ধবলাট অঞ্চলের অন্তর্গত লক্ষ্মীবাজারে শিবানন্দ দাস নামের এক ব্যক্তির দোকানে শর্ট সার্কিটের জেরে আজ কাকডাকা ভোরে আগুন লাগে, এরপর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে পুরো দোকান ঘর, নজরে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান,পরে স্থানীয়দের দ্বারা খবর দেওয়া হয় সাগর কোষ্টাল থানা ও দমকল আধিকারিকদেরকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সাগর কোষ্টাল থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা চালায়, তবে ততক্ষণে দোকানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আনুমানিক কয়েক হাজার টাকার ক্ষতি হয় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা ।

ক্রাইম ডেস্ক

সন্তোষপুর স্টেশনে যুবককে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : ১৬ এপ্রিল দুপুর একটা নাগাদ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনে জনসমক্ষে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ঘটনা সূত্রে জানা যাচ্ছে গার্ডেনরিচ এলাকার এক যুবক যার নাম এমডি আজাদ সন্তোষপুর স্টেশনের এক নম্বর কাউন্টারের সামনে শুয়েছিলেন (২২)। ওই যুবক স্টেশনে কাপড় বিক্রি করতে বলে জানা যায়। হঠাৎই বুলবুল নামে এক যুবক (৪২) যার বাড়ি সন্তোষপুর স্টেশনের খাল ধারের আয়নাল পাড়ায়, শুয়ে থাকা ঐ যুবকটির কাছ থেকে কিছু টাকা চায়। ওই যুবক টাকা দিতে না চাইলে, দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। হঠাৎই বুলবুল নামে যুবকটি একটি ডান্ডা দিয়ে ওই যুবকের শরীরে আঘাত করে। তখনই যুবকটি অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন বুলবুল নামে যুবকটিকে ধরে ধরে ফেলে মারধর করতে থাকে। অচৈতন্য যুবকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। মহেশতলা থানা, ওই যুবকটিকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে বলে খবর। রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় স্টেশনের মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কিত। অভিযুক্ত ওই যুবক নাকি মাঝেমধ্যেই এভাবে স্টেশনে তোলা তুলতো। রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

সন্ধে নামতেই বসে মদের আসর,প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরো নিগমের অন্তর্গত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যনগর মাঠে ঘর সন্ধ্যায় বসে মদের আসর। তবে এলাকার কেউ নয় প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই বহিরাগত ছেলেদের আনাগোনা বেড়ে যায় এই মাঠে কখনো কখনো পুলিশের অভিযান চলে, কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও পরে আবার শুরু হয়। এ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশি টহল চললেও পুরোপুরি এই আসর বন্ধ করা যাচ্ছেনা। অনেকে জানান, প্রতিবাদ করে কী হবে আর প্রতিবাদ করলে সেই সমস্ত ছেলেরা আমাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে। তাই বাধ্য হয়ে মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়। তবে এলাকার কাউন্সিলর বলেন,এসব অরাজকতা বন্ধে বহুবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আবার পুলিশ গেলেই ফিরে আসা পূর্বাবস্থা। শহরের একাধিক মাঠ নিয়ে এই সমস্ত অভাব্য আচরণ ও মদের আসর এই অভিযোগ এবং পরবর্তীকালে সংযোজন হল ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ প্রতিদিনই বিকেলের পর থেকেই এই মাঠের দখল নেয় বহিরাগত ছেলে এবং মেয়েরা। বহু মানুষ সন্ধ্যার সময় এই মাঠের চারপাশ দিয়ে হাটাহাটি করেন শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য। এলাকাবাসী এমনকী বয়স্করাও চিরতরে এর থেকে কবে রেহাই পাবেন তা নিয়েই তারা চিন্তিত আরও সংযোজন বহিরাগত কতিপয় যুবক-যুবতী ভীষণভাবে জোরে মোটরসাইকেল এবং স্কুটার চালায় যেকোনও সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়ে যায় তাই বলে কি ছোটখাটো দুর্ঘটনা হয় না। হয় সবার দাবি প্রশাসনকে বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নৃশংসভাবে ২ বোনকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোলারহাট থানার গুরুদাসপুর এলাকায় বাড়িতেই পুরুষ কেউ না থাকার সুযোগের ২ বোনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পাথরপ্রতিমা ব্লকের দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বাসন্তী প্রামানিক(৪৫) ও বিশা প্রামানিক (৫৫)দুই বোন একটি বাড়িতে থাকতেন। শুক্রবার সকালে এক যুবক দেখতে পায় বাসন্তী ও বিশা প্রামাণিকের বাড়ির বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কুপিয়ে খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে দুটি দেহকে। ঘটনাস্থলে আসে এলাকার মানুষজন খবর দেওয়া হয় ঢোলারহাট থানায়। ঘটনাস্থলে ঢোলার হাট থানার পুলিশ পৌঁছে ওই দুই বোনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে পাঠায়। এর পাশাপাশি ঢোলাহাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কীভাবে এই দুই বোনকে কে বা কারা কুপিয়ে খুন করেছে বা পেছনে আরো কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে।

পানীয় জলের সংকটে কুলতলির দেউল বাড়ির কয়েকশো মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবন নদী মাতৃক। নোনা জলেই এখানকার মানুষের সব কাজ সারতে হয়।এই তীব্র গরমে গত ৩-৪ মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং নাইয়া পাড়ার কয়েকশো গ্রামের মানুষ। এই এলাকার ৩টি পানীয় জলের কল সহ গোটা পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৪২টি পানীয় জলের কল খারাপ। চরম জলের সংকটে সুন্দরবনের এই এলাকার মানুষ। সুন্দরবনে পানীয় জলের সংকট সর্বত্র। আর ভোটের মুখে ভোট চাইতে বেরিয়ে একাধিক জায়গায় শাসকদলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে ও ভোটারদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে দেখা যাচ্ছে। দেউল বাড়ির ৩ নং নাইয়া পাড়ার ২০১ নং বুথে মূলত বহু মৎস্যজীবীদের বাস। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষের এখন ভরসা ২ কিমি দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও

কোনও কাজ না হওয়ার অভিযোগ উঠে এল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের এখানে প্রতি বছর পানীয় জলের সংকট হয়।কল খারাপ হয়ে গেলে আর মেরামত করা হয় না।স্থানীয় সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতকে জানিয়ে ও কোনও কাজ হয় না। আমরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবি বলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের কারুর নজর নেই। আমরা চাই এই এলাকায় দ্রত কল গুলোর সংস্কার ও নতুন পানীয় জলের কল বসানোর ব্যবস্থা করা হোক। এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী রমেন নস্কর বলেন,এই কল গুলো আর সংস্কার করা যাবে না। আর এলাকার মানুষের বারংবার বলার পরেও কেন পামীয় জলের কল মেরামত হবে না, বিকল্প কী ব্যবস্থা হবে সে প্রশ্নের উওর অবশ্য সদস্যর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এমনকী গত মঙ্গলবার এই এলাকায় জঙ্গল পুজোতে শুধুমাত্র পানীয় জলের সংকটে বহু মানুষ পুজোর ভোগ খেতে পারল না। জলের অভাবে ভোগের রান্না করতে পারলো না পুজো কমিটি।অথচ সেই এলাকার স্থানীয় সদস্য ও তাঁর স্বামীকে সেই সময় গ্রামের মানুষের পাশে পাওয়া গেল না বলে অভিযোগ। তবে সদস্যর স্বামীর কথার সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধানের কথার মিল পাওয়া গেল না।সদস্যর স্বামী যেখানে পানীয় জলের কল মেরামত হবে না বলছে সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান সাইফুল্লা সেখ বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৪২টি পানীয় জলের কল বর্তমানে খারাপ। সেগুলো মেরামতের কাজ চলছে। দ্রুত ওই এলাকার কলগুলো সংস্কার করে দেওয়া হবে। আর সেই আশায় এই গরমে জলের তেষ্টা মেটার আশায় আশাবাদী এই গ্রামের মানুষেরা।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: ১ জুন শেষ দফার নির্বাচন। তাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোট আছে। আর এই ভোটের আগে সর্বত্র নাকা চেকিং চলছে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের উপস্থিতিতে। সোমবার বিকালে জয়নগর লোকসভার অন্তর্গত ক্যানিং থানার তালদি রাজাপুর এলাকায় ক্যানিং থানার পুলিশ ও নির্বাচন আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে নাকা চেকিংয়ের সময় প্রায় চার লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। একটি সাদা রঙের স্করপিও গাড়ির মধ্যে ব্যাগে করে টাকা গুলো নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যক্তি। তবে ওই টাকার কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি ওই ব্যক্তি। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় নির্বাচন আধিকারিক ও ক্যানিং থানা পুলিশের তরফে। ২৪ ঘণ্টা এই নাকা চেকিং চলছে প্রতিটি থানা এলাকার একাধিক পয়েন্টে।

সবজির গাড়ি থেকে উদ্ধার লক্ষ টাকার বিদেশী মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার সন্ধ্যায় গোপন খবরের ভিত্তিতে আবগারি দপ্তর হাজির হয় শিলিগুড়ি চম্পাসরি এলাকায়। দপ্তরের আগে ভাগে খবর ছিল সবজি বোঝাই গাড়ি করে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মদ পাচারে চেষ্টা চালাচ্ছে পাচারকারীরা। সেই খবরের ভিত্তির উপর আফগারি দপ্তর হানা দেয় চম্পাসারি এলাকায় এবং সেখান থেকে একটি বিহারের নম্বর যুক্ত সবজি ভর্তি পিক আপ ভ্যান থেকে উদ্ধার করে বিদেশী মদ। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি আবগারি দপ্তরের অফিসে গাড়িটিকে এনে পূর্ণাঙ্গভাবে খতিয়ে দেখার পর দেখা যায় বাঁধাকপির আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ১৩৮ কার্টুন সিকিমে তৈরি বিদেশী মদ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩১ লক্ষ টাকা। আবগারি দপ্তরের তরফ থেকে বিদেশী মদ সহ আটক করা হয়েছে গাড়িটিকে। পাশাপাশি গাড়ির ড্রাইভারকে গ্রেপ্তাতার করা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভারের নাম ধর্মেন্দ্র কুমার তিনি বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? তদন্ত শুরু করেছে আবদারি দপ্তর।

৩০ এর বেশি সিট পেলে বাংলায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার বঙ্গ সফরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে ৩ জায়গায় রয়েছে আজকের তার প্রচার। প্রথম সভা করে গঙ্গাসাগরের হরিণবাড়িতে দ্বিতীয় সভা পাথরপ্রতিমা ও তৃতীয় সভা কুলপিতে আর প্রথম সভা গঙ্গাসাগর থেকেই মথুরাপুর লোকসভার প্রার্থীর হয়ে জনসভায় চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি জানান লোকসভাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩০টার বেশি যদি বিজেপি প্রার্থী জিতলে ৬মাসের মধ্যে নবান্নে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বসবে। যদি না জিততে পারে তাহলে সাগরকে সন্দেশখালি করে তুলবে। বিজেপি সরকার গঠন করলে ৩০০০টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রদান করব। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদী ৫ বছরের জন্য বিনা পয়সায় রেশনের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রে নতুন করে নরেন্দ্র মোদী আসলে ৭০ বছরের উপরে বৃদ্ধা যারা আছেন তারা ৫লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা খরচ পাবেন। সুকান্ত বাবু আরো বলেন, তৃণমূল বউ চুরি থেকে পায়খানা চুরি কোনও চুরি এরা বাদ দিচ্ছে না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জেলে যাওয়ার পর ওই এলাকার এক কাউন্সিলারের স্বামী বললেন আমার স্ত্রীকে চুরি করেছিল জ্যোতিপ্রিয়।

হাওড়া 'বারের' নতুন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : গত ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হাওড়া বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে ২০২৪ -২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন উদয়কুমার ঘোষ। তিনি ভোট পেয়েছেন ৪৪৮টি।

সহসভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন নিখিল বোস, শান্তনা বাগ ও সুকুমার মুখোপাধ্যায় (শিবু)। এঁরা ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৩১৫, ৪৫৫ ও ৪২৩টি। ৩২৩টি ভোট পেয়ে এবারের সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন নূর এমান খান। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি সোমদেব মাইতিকে ৩৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। সহ-সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন দোলা মজুমদার, কার্তিক মিশ্র এবং কৌশিক মাইতি। এঁরা ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ২৯৭, ৩৬৪ এবং ৩১৪টি।

বুড়ুল থেকে ধর্মতলা সরকারি বাস পরিষেবা শুরু

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার অন্তর্গত সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধানসভার একাংশে পরিবহনের সমস্যা নিয়ে আমরা বারবার প্রতিবেদন করেছি। এই সমস্ত এলাকা থেকে কলকাতায় যাবার জন্য সরকারি কোন বাস পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল না। মানুষকে ম্যাজিক টোটো অটো করে যাতায়াত করতে হতো। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বুড়ুল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি বাস রুট চালু হয়েছিল। যে বাস রুটটি নোদাখালি নতুন রাস্তা বাওয়ালি তেঁতুলতলা চড়িয়াল হয়ে তারাতলা হয়ে ধর্মতলা যাচ্ছিল। পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই সেই বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বারবার সেই সমস্যার কথা আমরা প্রতিবেদনে তুলে ধরেছি। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের

ঠিক আগেই এই বাস পরিষেবা আবার চালু হল। সকালে দুটি বাস যাচ্ছে এবং সন্ধ্যায় দুটি বাস ফিরে আসছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এটা ভোটের চমক নয় তো? ভোট মিটে গেলেই আবার বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে না তো? এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানান, দেখুন এটা কোন ভোটের চমক নয়। আসলে জানতে হবে কি কারনে বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল। প্রথমত বুড়ুল থেকে নোদাখালী নতুন রাস্তা হয়ে ৭৫ নম্বর রোড ধরে কলকাতা যাবার সরকারি বাস আছে। যারা ওই রুটে কলকাতায় যায় তারা বুড়ুল ভায়া দক্ষিন বাওয়ালি হয়ে ২৫ কিলোমিটার ঘুরে কলকাতায় যেতে চাইছে না। তাই প্যাসেঞ্জার হচ্ছিল না সেই অর্থে। তার ওপর নোদাখালি নতুন রাস্তা থেকে দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার হাল ছিল বেহাল। সেই রাস্তার সংস্কার প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে। তাই আবার বাস পরিষেবা শুরু হলো। আমরা চাইছি এই বাসটি দক্ষিণ বাওয়ালি থেকে চালাতে। তাহলে সাতগাছিয়া বজবজের মানুষের অনেক সুবিধা হবে। প্যাসেঞ্জার ও বাড়বে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দু-একদিনের মধ্যেই বাওয়ালি থেকে এই বাস পরিষেবা শুরু হতে চলেছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

খাজনা আদায়ে চব্বিশ পরগণা ল্যাণ্ড রেভেনিউ দপ্তরের কৃতিত্ব

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদে প্রকাশ ১৩৮০ সালের ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত ২৪ পরগণা ল্যান্ড রেভেনিউ প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা জমির খাজনা আদায় করেছেন। গত বছর এই আদায়ের পরিমান ছিল মাত্র ৬২ লক্ষ ২২ হাজার কয়েক'শ টাকা। এই আদায় বিগত ৯ বছরে হয়নি। ১৩৬৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আদায়ের খতিয়ান দেখলে দেখা যায় ১৩৬৯ সালে আদায়ের পরিমান ছিল ১ কোটি ৭২ লক্ষ ১৫ হাজারের মত। ১৩৭১ সালেই সর্ব্বোচ্য আদায় হয় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। তিন একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব সত্ত্বেও এই পরিমান আদায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বন্দুক লাইসেন্স ধান স্থানান্তরিত করণ, প্রভৃতি সরকারী অনুমোদন লাভের ক্ষেত্রে খাজনা পরিশোধ বিশেষভাবে বিবেচ্য হওয়ায় বকেয়া খাজনা আদায়ে বিশেষ সুবিধা হয়। জেলার খাজনা আদায়ে দেখা যায়-সদর মহকুমা প্রার ৪৬ লক্ষ টাকা, বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার উভয়েই প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা। বারাসাত ১৪ লক্ষ, বনগাঁ সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা। ব্যারাকপুর ৮ লক্ষ টাকা।

৮ম বর্ষ, ১৮মে ১৯৭৪, শনিবার, ২৫শ সংখ্যা, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমা মারার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে

জাহেদ মিস্ত্রী, ভাঙড় : লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফা যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হচ্ছে ভাঙড়। এবার এক তৃণমূল নেতার কারখানায় বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল আই এস এফের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্যাগ কারখানায় যখন কর্মীরা কাজ করছিলেন তখনই বাইকে করে দুই যুবক পশ্চিম ভোগালীতে তৃণমূল নেতা নবিনুর খানের বাড়ির সামনে যায়। বাড়ির পাশে নবিনুরের ব্যাগ কারখানা। যেখানে চামড়ার ব্যাগ, পার্স তৈরি হয়। অভিযোগ, বাইক থেকেই বোমা ছোঁড়া হয়। সেই বোমা কারখানার দেওয়ালে আঘাত লেগে ফেটে যায়। তীব্র শব্দে কারখানার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বোমার মশলা, সুতুলি। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই এলাকার তৃণমূল নেতা প্রবীর গায়েন বলেন, ভোটের আগে ভয় দেখাতে আই এস এফ এসব করছে। আই এস এফের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পূজালীতে বিজেপিকর্মীকে মার অভিযোগ শাসকদলের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : ১৫ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম পূজালী নমশূদ্র পাড়ার বাসিন্দা বিজেপি কর্মী ধীমান মন্ডল যখন বিকালে বিজেপির ব্যানার লাগাচ্ছিলেন তখন শাসকদলের আশ্রিত বেশ কিছু দুষ্কৃতী তাকে আক্রমণ করে। বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয় ধিমানের। অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগালি করে এবং বাড়ির মা-বোনেদের ধর্ষণ করার হুমকি দেওয়া হয়। থানাতে লিখিতভাবে ধীমান যাদের নামে অভিযোগ করেছে তারা হল চিন্ময় বারুই, তাপস বিশ্বাস, মাফুজুর রহমান, প্রমুখ। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ধীমানের বাড়িতে তাকে দেখতে যান। অভিজিৎ দাস বলেন, ধীমানের মাথায় তিনটি সেলাই হয়েছে এবং সিটি স্ক্যান করতে হবে। পুলিশ এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা সম্পূর্ণ তৃণমূলের কন্ট্রোলে চলে গেছে।

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে বাঘের আতঙ্ক, চলছে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনটি বাঘ রয়েছে। সোহিনী (২০+),সোহান (১৯+),সুন্দর (১২+)।এই তিনজনকে নিয়ে কোন আতঙ্ক নয়।বরং বহাল তবিয়তে রয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদের মনোরঞ্জন করছে।তবে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য থেকে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গল এলাকায় চলে আসা বাঘকে নিয়ে। আর সেই কারণে বনদপ্তরের তরফ থেকে ওই এলাকায় সমস্ত মৎস্যজীবীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাছেই। মঙ্গলবার সকালে ওই এলাকার মৎস্যজীবীরা প্রথম বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেন জঙ্গল এলাকাতে। এরপর খবর দেওয়া হয় ঝড়খালি বনদপ্তরকে। ঝড়খালি বনদপ্তরের কর্মীরা গিয়ে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেন। তারপর জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে পুরো এলাকাটিকে। নজরদারি চালানো হচ্ছে বনদপ্তরের তরফ থেকে। তবে বাঘের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনো।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৮ মে – ২৪ মে, ২০২৪

কেন এই রাজনৈতিক দৈন্যতা

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে এক সময় খান সেনারা রাতারাতি পূর্ব পাকিস্থান থেকে সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের খতম করেছিলেন। ঢাকায় কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি চত্বরেই অনেক খুন হওয়া বুদ্ধিজীবিদের কবর দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধ শেষে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল অপূরণীয়। যে ক্ষতির প্রভাব থেকে যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম। পশ্চিমবঙ্গেও চিন্তক রাজনীতির যুব কর্মীদের নিকেষ করা হয়েছিল নকশাল দমনের সময়। একদা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সকল স্তরের যুবসম্প্রদায় ঘর বাড়ী ছেড়ে নকশাল আন্দোলনে সামিল হন। সৎ উদ্দ্যেশের মধ্যে নানা বেনোজল ঢুকে পড়ে। তারা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মতো জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। চীন বিপ্লব কিংবা সোভিয়েত নেতাদের মত ও পথকে ভাল বুঝে ছিলেন তারা। একসময় এই আন্দোলন ব্যক্তি হত্যা, মনীষিদের মূর্তি ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে পথ হারায়। মূল রাজনীতির আদর্শ থেকে দূরে যায় আদর্শবাদী তরুণের স্বপ্ন ও সাধনা। বহু ত্যাগী আদর্শবাদী তরুণকে যে সময় রাষ্ট্র হত্যা করেছিল সেই সময় বহু বুদ্ধিজীবিদেরও নকশাল আন্দোলন বিপদগামী ছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্যই অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু যেটা আজ বাস্তব সেটা হল পরবর্তী রাজনৈতিক পরিসরে রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট গুনমান থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মের আধিকাংশই ভোট রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও ভারতীয়ত্বের ব্যাপারে ছুঁতমার্গে বিশ্বাসী পোষাকি নাম আরবান নকশাল হলেও পূর্বসুরীদের ত্যাগী বামপন্থাকে আত্মস্থ করতে পারেনি। এবং সে জন্যই অক্লেশে আজও বহু তরুণ বামপন্থী তকমাধারীদের কণ্ঠে দেশ বিরোধ শ্লোগান শোনা যায়। এদেশের ত্যাগী বিপ্লবীকূলকে যতটা না সম্মান দেখান তার চেয়ে বিদেশী বিপ্লবী নেতাদের ভক্ত প্রমাণ করতে প্রকাশ্যেই নানা ব্যানার, পোস্টার, চিত্র শোভিত পোষাক ব্যবহার করেন। আদর্শের বৈচিত্র্য থাকতেই পারে কিন্তু যেটা পারেনা দেশের অখন্ডতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। বর্তমান কালের দক্ষিনপন্থী রাজনীতিকদের সাম্প্রতিক নানা বক্তব্য বিশেষ করে লাগাম ছাড়া অসৌজন্য মুল্যবোধহীনতা দেখা যাচ্ছে তা একদা বিভিন্ন রাজনীতকদের মধ্যে ছিল। প্রফুল্ল ঘোষ কিংবা প্রফুল্ল সেন এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় তাদের আর্থিক অভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বৈভবে বিশ্বাসী নন। দুভার্গ্য বাংলার উচ্চ ভাবনা চিন্তার রাজনৈতিক ও কর্মীদের অভাব ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। সার্বিক ভাবে দেশের ভাবনাকে আত্মস্থ না করার দৈনতা দ্রুত দূর হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বস্তুতঃ অধ্যাসবলে আতিবাহিক দেহে আধিভৌতিক ভাব উদিত হয়। আবার অধ্যাস বিদূরিত হলে আতিবাহিক ভাব প্রকাশিত হয় এবং তখন আধিভৌতিক ভাব অন্তর্হিত হয়। রাম বললেন, প্রবুদ্ধ লীলার সত্যসঙ্কল্পে যদি রাজ্যের জনগণ তাঁকে দেখতে চায়, তবে তারা তাঁকে কোন্ রূপে দেখবে? বশিষ্ঠ বললেন, তারা দেখবে তাদের লীলারানী শোক–বিহ্বলা হয়ে বসে আছেন। দ্বিতীয় লীলাকে তারা রানীর সখী জ্ঞান করবে। রাম বললেন, স্বপ্নে যে পর্বত দেখা গেল, জাগরণে তা যায় কোথায়? বশিষ্ঠ বললেন, বায়ুর স্পন্দন বায়ুতে মিলিয়ে যায়, স্বপ্নে দেখা যাবতীয় পর্বতাদি সংবিতে বিলীন হয়। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ সংবিতের মল। সংবিতের স্বরূপ হল আত্মচৈতন্য। জল এবং তার দ্রব্যতা যেমন পৃথক নয়, তেমনই সংবিৎ ও স্বাপ্নিক পদার্থ অভিন্ন। এই দুইয়ের একত্ব যদি বোধে না থাকে তবে তা অজ্ঞান, যা অলীক সংসারের উৎপত্তির কারণ। স্বপ্নে দেখা নগর এবং জাগ্রত অবস্থার জগদ্দর্শন দুই একই রকম অসৎ, অথচ সব কিছুর আশ্রয় যে সংবিৎ তা একমাত্র সত্য। বশিষ্ঠ বললেন, ইতোমধ্যে বিদূরথ–জীব পদ্মের শবে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে সরস্বতী তাঁকে সঙ্কল্পবলে নিরুদ্ধ করলেন। প্রবুদ্ধ লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবি। আমি এখানে কতকাল সমাধিস্থ হয়ে আছি, আর এই রাজার শব কত দিন ধরে এইভাবে শায়িত আছে? সরস্বতী বললেন, তোমার সমাধিস্থ হওয়া আজ একমাস পূর্ণ হল। পনের দিন সেই অবস্থার পর তোমার শরীর ক্রমশঃ কঠিন ও হিমশীতল হলে রাজ–আমাত্যগণ মৃতদেহ জ্ঞানে তা চিতানলে ভস্মীভূত করে। এখন তোমাকে আবার সশরীরে দেখলে তারা ভীত–বিস্মিত হবে।

তুমি এখন আতিবাহিক দেহলাভে সিদ্ধ হয়েছ। তোমার প্রাক্তন স্থুল দেহ স্মরণাতীত হয়েছে। যৌবনে শৈশবের বিস্মৃতি ঘটে যেমন, ঠিক তেমনই সূক্ষ্ম অর্থাৎ আতিবাহিক দেহে অবস্থান করলে স্থুল ভৌতিক দেহের বিস্মরণ হয়। হে লীলা। আমরা এখন তাই সকলের অলক্ষ্য পথ ছেড়ে দৃষ্টিগোচর হই এবং আমাদের মধ্যে মানবোচিত ব্যবহার আরোপিত হোক। বশিষ্ঠ বললেন, সরস্বতীর সত্যসঙ্কল্পবলে অপ্রবুদ্ধ দ্বিতীয় লীলা দেবীদ্বয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনারা নিশ্চয়ই মঙ্গলদাত্রী। দেবি। আমি মূর্জিত হয়ে পড়েছিলাম, মূর্ছাভঙ্গের পর দেখলাম আমার চারিপাশ আকাশ আর আকাশ। তারপর আমি যেন বায়ুপথ ধরে ভেসে এখানে এলাম। এখনে এসে দেখলাম আমার স্বামী পুস্পশয্যায় নিদ্রামগ্ন। তিনি নিশ্চয় যুদ্ধক্লান্ত, তাই আমি তাঁকে জাগরিত করিনি। আমি এখন রাজাকে উত্থিত করছি। এই বলে সরস্বতী বিদূরথের জীবকে সম্মতি দান করলে বায়ুরূপী সেই জীব পদ্মের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হল। পদ্ম নৃপতির দেহ সরসিত ও স্পন্দিত হতে লাগল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণের ভোটের হাওয়া কোনদিকে

বরুণ মণ্ডল

বর্তমানে কলকাতা পৌর এলাকা বিভক্ত দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে। একাধিক ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত ব্রিটিশ নাগরিক জোব চার্নক প্রতিষ্ঠিত কলকাতা পৌর শহর দেশের পর্যটন মানচিত্রেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহাপুরুষের জন্মস্থান, কালীঘাটের মতো শক্তিপীঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, শহীদ মিনার ছাড়াও অসংখ্য ঐতিহাসিক সৌধ ছাড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে এই কলকাতা পৌর এলাকার আনাচেকানাচে। ১ জুন এই দুই কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে আষ্টাদশ লোকসভা সাধারণ নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফা। ইতিমধ্যেই দুই কেন্দ্রের সবকটি প্রার্থী মনোনয়ন জমা করে দিয়েছেন।

মূলত, পুরনো কলকাতা বা কলকাতা পৌর এলাকার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র(২৪)। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই রাজ্যের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হল – চৌরঙ্গি(ওয়ার্ড নম্বর : ৪৪ – ৫৩ ও ৬২), এন্টালি(ওয়ার্ড নম্বর : ৫৪ – ৫৬, ৫৮ ও ৫৯), বেলেঘাটা(ওয়ার্ড নম্বর : ২৮ – ৩০, ৩৩ – ৩৬ ও ৫৭), জোড়াসাঁকো(ওয়ার্ড নম্বর: ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ৩৭ – ৪৩), শ্যামপুকুর(ওয়ার্ড নম্বর : ৭ – ১০, ১৭ – ২১, ২৪ ও ২৬), মানিকতলা(ওয়ার্ড নম্বর : ১১ – ১৬, ৩১ – ৩২) এবং কাশীপুর–বেলগাছিয়া(ওয়ার্ড নম্বর : ১ – ৬)। ২০০২ সালে গঠিত ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে কলকাতা উত্তর–পশ্চিম এবং কলকাতা উত্তর–পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র দু'টি অবলুপ্ত হয় এবং গঠিত হয় কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র। ২০২০ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে এই লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪,৮৩,৬৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮,১২,৩৮৬ জন। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৬,৭১,২৭৩ জন। অন্যান্য ২১ জন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে পাঁচ বারের জন্য জয়ী হয়ে দেশের আইনসভার নিম্নকক্ষ লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৪,৭৪,৮৯১। যা মোট বৈধ ভোটারের ৪৯.৯৬ শতাংশ। ওই নির্বাচনে কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসে বিজেপি। তাদের প্রাপ্য ভোটের হার ৩৬.৫৯ শতাংশ প্রার্থী ছিল রাহুল সিন্‌হা। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন, ২০১৯ – এ কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৬৭.৫ শতাংশ। মোট বৈধ ভোট ছিল ৯,৫০,৬১৩ টি। সিপিএমের কণীনিকা বোস ঘোষের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৭১,০৮০ এবং জাতীয় কংগ্রেসের সায়েদ সাহিদ ইমাম ভোট পায় ২৬,০৯৩।

এবারের নির্বাচনে তৃণমূক কংগ্রেস পূর্বতন সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রেখেছে। তবে ভোটের আগেই উত্তর কলকাতার চিত্র বদলে যায়। সাংসদ সুদীপের সাথে মন কষাকষির ফলে তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায় বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন। তাকেই বিজেপি প্রার্থী করে উত্তর কলকাতায়। তারপর থেকেই উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে ঘটতে শুরু করেছে রাজনৈতিক চাপানুতর। তৃণমূলের মুখোপাত্র কুণাল ঘোষ পরোক্ষভাবে তাপস রায়কে সর্মথন করতে শুরু করেছে। এছাড়াও এলাকার পৌর প্রতিনিধি তার নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে পরে অবশ্য মধ্যস্ততায় কিছুটা হলেও স্বস্তি পয়েছে রাজ্যের শাসক দল। বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য এবারের উত্তর কলকাতা তারই দখলে আসবে। এই কেন্দ্রে বেশ কিছু এলাকা অবাঙালি বলয়ে পরিবেষ্টিত। তাদের ভোট বিজেপি একত্রিত করতে পেরেছে বলে অনুমান। মুসলিম ভোটও বেশ কিছু অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। ধর্মীয় মেরুকরনে ভোট হলে উত্তর কলকাতায় যে গেরুয়া ঝড় উঠবে তা কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। তবে বাড়তি অক্সিজেন যোগাচ্ছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। এছাড়াও এই এলাকায় সম্ভ্রান্ত ভোটারের সংখ্যা বেশি। সেই ভোটও যদি তৃণমূলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে বিজেপির পাল্লা ভারী। এবারে এই কেন্দ্রে সিপিএম ও কংগ্রেসের জোট প্রার্থী বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। এখন দেকার বিষয় সিপিএম এই কংগ্রেস নেতাকে তাদের ভোট দেয় কিনা। যদিও জোট ভোটের কাটাকাটিতে লাভ হতে পারে অপর দুই প্রার্থীর। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত নয় তিনি বলেন এবারেও তার জয় নিশ্চিত। উত্তর কলকাতায় বিজেপির অক্সিজেন যোগানোর মূল কান্ডারী হল এলাকার জনপ্রিয় নেতা সজল ঘোষ। লেবুতলা পার্কের থিমের চমকে উত্তর কলকাতার সাংগঠনিক শক্তি বেড়েছে বিজেপির। সেই নেতাকেই লোকসভা ভোটের সাথে সাথে বরাহনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সেই নির্বাচনেরও হাওয়া বিজেপির দিকেই যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

মহানগরীর দক্ষিণের সাত বিধানসভা ক্ষেত্রকে নিয়ে গঠিত কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র(২৩)। ২০০২ সালের গঠিত ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে এই কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রটি গঠিত হয়। ২০১৯ – এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রের মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭,২৮,২৫৯ জন। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ২,০৩১ টি। এই লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হল – কসবা(ওয়ার্ড নম্বর : ৬৬ – ৬৭, ৯১ – ৯২, ১০৭ – ১০৮), বেহালা পূর্ব(ওয়ার্ড নম্বর : ১১৫ – ১১৭, ১২০ – ১২৪, ১৪২ – ১৪৪), বেহালা পশ্চিম(ওয়ার্ড নম্বর :১১৮ – ১১৯, ১২৫ – ১৩২), কলকাতা বন্দর(ওয়ার্ড নম্বর : ৭৫ – ৭৬, ৭৮ – ৮০, ১৩৩ –১৩৫), ভবানীপুর(ওয়ার্ড নম্বর : ৬৩, ৭০ – ৭৪, ৭৭ ও ৮২), রাসবিহারী(ওয়ার্ড নম্বর : ৮১, ৮৩ – ৮৪, ৮৬ – ৯০ ও ৯৩) ও বালিগঞ্জ(ওয়ার্ড নম্বর : ৬০ – ৬১, ৬৪ – ৬৫, ৬৮ – ৬৯, ৮৫)। সিপিএমের নন্দীনী মুর্খাজী ১,৪০,২৭৫ ভোট পায়, কংগ্রেসের মিতা চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪২,৬১৮। ২০১৯ – এর সপ্তদশ লোকসভা ভোটে ৪৭.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে এই কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের মালা রায়। তিনি পান ৫,৭৩,১১৯ ভোট। যেখানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী চন্দ্র কুমার বসু'র প্রাপ্য ভোটের হার ছিল ৩৪.৬৪ শতাংশ। তিনি পান ৪,১৭,৯২৭ ভোট। ২০১৯ – এর লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের হার ৭০.২৩ শতাংশ। মোট বৈধ ভোট ছিল ১২,০৬,৬৪৫ টি।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সিপিএম কংগ্রেসের জোট হয়েছে। প্রার্থী হয়েচেন সিপিএমের পক্ষ থেকে সায়রা সাহা হালিম। প্রচারের পারদ তুঙ্গে। এই কেন্দ্রেও দেখার বিষয় কংগ্রেসের ভোট সিপিএমের খাতায় লিপিবদ্ধ হয় কিনা। বিজেপি প্রার্থী করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চাটার্জীকে। এই কেন্দ্রেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তৃণমূল ও বিজেপির। রাসবিহারী অঞ্চলে বহু জায়গায় প্রথমদিকে বিজেপির দেওয়াল লিখন চোখে পড়লেও পরবর্তী কালে সব দেওয়ালই মুছে দেয়। অভিযোগ ওঠে শাসকদলের উপরে। এই কেন্দ্রের বহু এলাকাই মুসলিম অধ্যুষিত। ধর্মের ভিত্তেতে ভোট হলে তৃণমূলের পাল্লা ভারী থাকবে। যদিও বিজেপি মুসলিম ভোটকে তাদের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি এবং অপসংস্কৃতির প্রভাব ভোটারের মনে এক পরিবর্তনের চুপচাপ প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে জনমানুষের সমীক্ষায়। উড় ভোট যদি বিজেপি তার খাতায় নিয়ে অসতে পারে তাহলে গেরুয়া পতাকা উড়বে দক্ষিণ কলকাতাতেও। তবে তৃণমূলের সংগঠনের অনেকটাই জোর রয়েছে দক্ষিণ কলকাতায়। কিছু তৃণমূলীরা অবশ্য বিরুপ মনোভাব প্রকাশ করছে। তাদের ভোট যদি বিজেপির বাক্সে যায় তাহলে মালা রায়ের কপালে ভাঁজ পড়তে পারে। দক্ষিন কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। সিপিএম কংগ্রেসের জোট কতটা প্রভাব ফেবলে এই কেন্দ্রে তা এখন দেকার বিষয়। সিপিএমের ঘরে কংগ্রেসের ভোট আদেও প্রভাব ফেলবে কিনা তা নিয়ে সন্ধিহান ভোট বিশেষজ্ঞরা। ভবানীপুর এবং অবাঙালি এলাকায় বিজেপির প্রদুর্ভাব রয়েছে। বালিগঞ্জ এলাকাতেও পদ্মের আনাগোনা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষভাবে রাসবিহারি এলাকায় প্রভাব ফেলছে গেরুয়া।

চেতলার লকগেট এবং আরও কিছু এলাকায় নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতা পোর্ট ভাবাচ্ছে বিজেপিকে। যদিও খিদিরপুর এলাকায় সম্ভ্রান্ত ও বিভিন্ন মন্দিরসূত্রে প্রভাব পড়েছে বিজেপির, মেরুকরণের কারণ। তবে দক্ষিণ কলকাতায় লড়াই হবে তৃণমূল ও বিজেপির।

বিক্ষোরক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তনমন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা : প্রতিমা মণ্ডলকে আশীর্বাদ করব না

নিজস্ব প্রতিনিধি,জয়নগর : আর কয়েক দিন পর ১ জুন জয়নগর লোকসভা আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ মে জয়নগর লোকসভার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় ভোটের প্রচারে বেড়িয়ে আচমকা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্ষিয়ান নেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লার বাড়িতে ঢুকে পড়েন জয়নগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক কান্ডারী।আবদুর রেজ্জাক মোল্লা বাম আমলের বহু দিন মন্ত্রী ছিলেন।দাপুটে এই বাম নেতা বামেদের পালা বদলের বেশ কয়েক বছর পর তৃনমূল কংগ্রেসে চলে আসেন এবং রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন

দপ্তরের মন্ত্রীও হন।চাষার ব্যাটা নামে পরিচিত এই নেতা বর্তমানে বেশ অসুস্থ। তৃনমূল কংগ্রেসের তরফে তাঁর সাথে আর কোনো খবর রাখে না বলে এদিন আক্ষেপ করেন তিনি। তিনি বলেন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে বলে তৃনমূল আর খোঁজ খবর রাখে না।তিনি এদিন আরো বলেন এই বিধানসভার বিধায়ক সওকাত মোল্লাই এখন তৃনমূল কংগ্রেসের সব। তিনি তার ক্ষোভ উগড়ে বিজেপি প্রার্থীকে আশীর্বাদ করেন।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উওরে তিনি বলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল তাঁর কাছে এসে আশীর্বাদ চাইলে তিনি দেবেন না।তিনি আশীর্বাদ একজনকে করে দিয়েছেন। তিনি চান এবার এখানে বিজেপি জয়ী হোক।এদিন বিজেপির প্রার্থী ডা: অশোক কান্ডারী প্রাক্তন মন্ত্রীর চিকিৎসা করেন এবং ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

দেশ দেশান্তরে

স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী গুলিবিদ্ধ

সুমন্ত ভৌমিক

একটি সরকারি বৈঠকের পর স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বিকেলে একটি সরকারি বৈঠকের অংশগ্রহণের পর ফিরে যাওয়ার সময় তাকে গুলি করে এক বন্দুকধারী। তখনই ফিকোকে হেলিকপ্টারে করে বানস্কা বাইস্ট্রিকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। একাধিকবার গুলি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি জীবন–মরণ অবস্থায় রয়েছেন। এদিকে, রবার্ট ফিকোর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রধানরা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, তিনি মর্মাহত। এই ভয়ঙ্কর খবরটি শুনে হতবাক।

চিনে পৌঁছালেন পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার চিনের রাজধানী বেইজিংয়ে পৌঁছান। পুতিন চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিংয়ের সঙ্গে সামনাসামনি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন। চিনের প্রধানমন্ত্রী পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে আজ শুক্রবার চিনের ঐতিহাসিক শহর হারবিনে দুটি দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায়িক সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে পুতিনের। সেখানে একটি বরফ উৎসবেও যোগ দেবেন তিনি। এছাড়া ১৯৪৬ সালে হারবিনের স্বাধীনতার সময় প্রাণ হারানো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন পুতিন। পঞ্চমবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরুর পর এটিই পুতিনের প্রথম আন্তর্জাতিক সফর।

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউক্রেনে আগ্রাসনের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা শত শত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাশিয়ার ওপর। বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা রাশিয়াকে নানা প্রযুক্তি এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করে মস্কোকে যুদ্ধে সহায়তা করছে। তবে চিন বলছে, এখানে ক্ষতিকর কোনো জিনিস নেই।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিনকেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, চিন যদি রাশিয়াকে সরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ না করে, ওয়াশিংটন ব্যবস্থা নেবে। এর লক্ষ্য মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে দমিয়ে দেওয়া। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার মধ্যে চিনকে লাইফলাইন হিসেবে দেখেছে রাশিয়া। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা সত্ত্বেও রাশিয়াকে সমর্থন দিচ্ছেন শি চিন পিং।

পাঠকের কলমে

হারিয়ে গিয়েছে 'বসুঝারা'

কমবেশি প্রতি হিন্দুদের ঘরে ঘরে শোভা পায় হরিমঞ্চ বা তুলসীমঞ্চ। সারা বছর ধরেই সেই মঞ্চের টবে বড় হতে থাকে তুলসী গাছ। বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে তুলসী গাছ রক্ষার জন্য টবে বাঁধা হয় 'বসুঝারা'। বসু মানে ৮ দেবতা–ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও দ্যু। ঝারা মানে ঝরে পড়া।

অপরদিকে বসুমাতা মানে পৃথিবী।'বসুঝারা'য় জল দেওয়া মানে গাছ সহ পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখা।সে যাইহোক গাছ রক্ষা বা পৃথিবী ঠান্ডা রাখার অভিনব ভাবনা। প্রথমে তুলসী গাছ টবের দু'পাশে বাঁধা হয় দু'টি কাঠি, একটি কাঠি বাঁধা হয় আড়াআড়ি ভাবে। সেই আড়া কাঠির মাঝে দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয় ছিদ্র দেওয়া মাটির ছোট মালসা। গোটা বৈশাখ মাস জুড়ে বাড়ির মহিলা বা পুরুষ স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে জল ঢালেন বসুঝারা– য়। সঙ্গে উচ্চারিত হয় এক মন্ত্র 'তুলসী তুলসী নারায়ণ, তুমি তুলসী বৃন্দাবন'।

কোথাও কোথাও বট, অশ্বত্থ, বেল ইত্যাদি গাছে বসুঝারা বেঁধে গাছ বাঁচিয়ে রাখা হয়। বর্তমানে কিছু বাড়িতে বসুঝারা শোভা পেলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসুঝারা হারিয়ে গিয়েছে। যেভাবে মরুভূমির মতো প্রচন্ড গরম বেড়ে চলেছে, সেখানে বসুমাতাকে ঠান্ডা বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আরও বেশি করে নানা গাছ বসানো জরুরি। শপথ নিয়ে সব গাছেই বাঁধা হোক বসুঝারা। বেঁচে থাকুক গাছ। বেঁচে থাকুক বসুমাতা।

দীপংকর মান্না

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

জাপান উপকূলের মাছ ও সুন্দরবনে মিলল নয়া প্রজাতির শামুক

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন : এবার জাপান উপকূলের মাছ, ফিলিপিন্সের প্রবালের সন্ধান মিললো।পাশাপাশি সুন্দরবনে মিললো নয়া প্রজাতির শামুক।জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস সূত্রে জানা গেল ,প্রতিটি প্রাণী প্রথমবার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গেল।জাপান উপকূলের মাছ, ফিলিপিন্সের প্রবালের সন্ধান, আর সুন্দরবনে মিলল নয়া প্রজাতির শামুক।

তাই তো জীববৈচিত্র্য বাড়ছে সন্দরবনের উপকূলে বলে মনে করছে গবেষকরা? সম্প্রতি একটি নদী থেকে মিলেছে নতুন এক ধরনের শামুক। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গিয়েছে জাপান ও তাইওয়ানের মাছ।তাছাড়া জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার গবেষকরা রাজ্যের লাগোয়া সমুদ্র উপকূল থেকে পেয়েছেন এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক প্রবাল যা ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উপকূলগুলিতে পাওয়া যায়। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস সূত্রে জানা গেল ,প্রতিটি প্রাণী এই প্রথমবার রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় পাওয়া গেল।আর এই প্রাণীগুলি সংরক্ষণ করে গবেষণা করবেন সংস্থার গবেষকরা।সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিসের এক আধিকারিক জে এস যোগেশ কুমার বলেন,এইসব প্রাণী আগে কখনও রাজ্যে পাওয়া যায়নি। কীভাবে তাঁরা এখানে এল এবং এখানকার জলবায়ু ও অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে এখানকার গবেষকরা।

বিশেষ প্রজাতির শামুক: জেডএসআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুন্দরবনে১৭৭ প্রজাতির শামুক রয়েছে। আরও এক প্রজাতির খোঁজ মিললো সেখানকার একটি নদীতে। জেএস যোগেশকুমার এ ও জানিয়েছেন, এখনও অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি। নদী, খাঁড়িতে গবেষণা করলে আরও অনেক নতুন প্রজাতির খোঁজ পাওয়া

যেতে পারে। সেই ভাবে খুঁজতে খুঁজতেই গবেষকরা নতুন প্রজাতির এই শামুক খুঁজে পেয়েছেন।

ব্ল্যাকস্পট ব্যান্ড ফিশ: ছোট সাপের মতো দেখতে মাছ গুলিকে উত্তর বঙ্গোপসাগরের কাছে একটি মৎস্য বন্দরে পাওয়া গিয়েছে। মাছটির মাথা মোটা,শরীরের বাকি অংশ সরু। নাম ব্ল্যাকস্পট ব্যান্ড ফিশ। জাপান ও তাইওয়ানের উপকূলে সাধারণত এই মাছগুলিকে পাওয়া যায়। তবে রাজ্যের উপকূলে এদের দেখা মেলেনি। বহু বছর আগে এদের এক প্রজাতির দেখা পাওয়া গিয়েছিল মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও কেরলের উপকূলে। রাজ্যের উপকূলে কীভাবে এই মাছ এসে পৌঁছলো তা নিয়ে গবেষণা শুরু করছেন গবেষকরা।

স্নো ফ্লেক সফ্ট কোরাল: এছাড়া দিঘার উপকূলে এক বিশেষ ধরনের প্রবাল উদ্ধার করেন গবেষকরা। এই প্রবালের নাম স্নো ফ্লেক সফ্ট কোরাল। এই ধরনের প্রবাল দিঘার উপকূলে কীভাবে এল তা খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা মনে করেন, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারের নীচের অংশে বা মৎস্যজীবীদের জালে আটকে পড়ে প্রাণীটি। পরে তাকে উপকূলের কাছে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই প্রবালকেই উদ্ধার করেছে জেডএসআইয়ের গবেষকরা। তবে আগামী দিনে এই ধরনের ভিন্ন প্রজাতির শামুক ও ভিন্ন প্রজাতির মাছের আরো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন সুন্দরবনের গবেষকরা।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি : বাংলার পুকুরে ইলিশ চাষ, আইসিএআর–সিফরির ইতিহাস সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ও বাঙালির প্রিয় মাছ ইলিশের উচ্ছ্বাস এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। (সিফরি) পরিচালক ড. বি.কে দাসের দিকনির্দেশনা ও আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে সিফরির বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলার একটি পুকুরে ৬৮৯ গ্রাম ওজনের বিশাল ইলিশ উৎপাদন করে ইতিহাস তৈরি করেছে। শুধুমাত্র নদী এবং সমুদ্রের উপর নির্ভর না করে, উদ্ভাবনী পদ্ধতি অনুসরণ করে পুকুরেও যে ইলিশ চাষ সম্ভব, তা দেখিয়ে দিল সিফরি। অসাধারণ ফলাফল পেয়ে বাঙালিরা আবার নতুন আশায় বুক বেঁধেছে। গবেষণা সময়ের মধ্যে ইলিশের এই ওজন একটি নজির সৃষ্টি করার মতো বিষয় এবং দেশে ইলিশ চাষে এটি নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে যা দেশের ইতিহাসে অনন্য নজির বললে ভুল হবে না।

বাঙালি নববর্ষ ১ বৈশাখ থেকে শুরু করে জামাইষষ্ঠী, বিজয়া দশমী পর্যন্ত ইলিশের প্রতি ভালোবাসা যুগ যুগ ধরে ছিল আছে এবং আগামী দিনে থাকবে। ফলে পুকুরে ইলিশ চাষ বাঙালিদের কাছে আনন্দের

সংবাদ।

গত ৩৬ মাস ধরে, সিফরির বিজ্ঞানীরা কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস তৈরি করল। এখন আইসিএআর–সিফরির সহায়তায় কীভাবে ইলিশ চাষকে আরো উন্নত করা যায়, সেজন্য বাংলার মাছ চাষিরা উদ্যোগী হতে শুরু করেছে।

নদী ও সাগরে ইলিশ ধরার পরিবর্তে, তারা নিজস্ব পুকুরে ইলিশ বড় করার মাধ্যমে একদিকে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন অন্যদিকে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার স্বপ্ন দেখছে। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে অনেক নতুন নতুন আবিষ্কারের সাক্ষী থাকতে পারি আমরা।

আইসিএআর– সিফরি ইলিশ চাষকে আরও উন্নত করার জন্য স্মার্ট আইডিয়া এবং নতুন টুলস ব্যবহার করছে, এবং এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

এটা শুধু রেকর্ড স্থাপন সম্পর্কে নয়, এটি আমাদের পরিবেশ রক্ষার বিষয়েও। নদীতে ইলিশের সংখ্যা কমে যাওয়ায়, আইসিএআর–সিফরি এই সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ছোটো ইলিশ নদীতে ছেড়ে দিয়ে এবং টেকসই প্রজনন অনুশীলনের প্রচারের মাধ্যমে, সিফরির লক্ষ্য, আগামী প্রজন্মের জন্য চাহিদা অনুসারে পর্যাপ্ত ইলিশের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ছোটো ইলিশের মুক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্ক ইলিশের প্রজনন সহ এই কৌশলগত পদ্ধতিটি নদীর বাস্তুতন্ত্রে ইলিশের সংখ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে গঙ্গায়, যেখানে দূষণের সমস্যা সবচেয়ে বেশি।

অধিকন্তু, আইসিএআর–এনএএসএফ প্রকল্পের অধীনে, সিফরি পুকুর চাষে তার উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রসারণ ঘটিয়ে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দিয়েছে। নির্ধারিত পুকুরে ইলিশ চাষের ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইলিশের ওজন ৫০০ গ্রামের বেশি হয়েছে।

ইলিশ চাষের এই নতুন আবিষ্কারটি মৎস্য ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের প্রতি ইনস্টিটিউটের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে, যা বাংলার জলজ জীববৈচিত্র্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে।

আইসিএআর–সিফরি যেহেতু তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা ইলিশ চাষে আরও উত্তেজনাপূর্ণ আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকতে পারি। হয়তো একদিন পুকুরে তোলা ইলিশও হবে নদীর মতোই সুস্বাদু। এই কৃতিত্ব শুধু মাছ চাষের বিষয়ে নয় – এটি পরিবেশ রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়েও।

জনসংখ্যা আপদ নয় সম্পদ

প্রথম পাতার পর

১৪০ কোটি জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ যাদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। ফলে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের একটা বিরাট অংশ বেকার হতাশাগ্রস্থ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে সমস্যার মূলে রয়েছে বিশাল জনসংখ্যার চাপ। এই জনসংখ্যাই হল উন্নয়নের ফলে বাধা। তাই বেকার সমস্যা নিয়ে তারা বেশি নাড়াচাড়া করতে নারাজ। এখন প্রশ্ন হল, এই যে জনসংখ্যা সেটা আপদ না দেশের সম্পদ? এই বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি। আজ থেকে ৫০ বছরের আগের কথা। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল সুবল মামার বাড়ি। মামা বিড়লা জুট মিলে কাজ করতেন। তাঁর ৬ ছেলে। আমার দাদা তাদের মধ্যে বড় দু–জনকে পড়াতেন। একদিন সুবল মামা দাদাকে বলেন যে দেখ বাবা – আমার এই ২ ছেলে বড় হয়ে দু'দিক দিয়ে উপায় করবে,তখন আমার বড়লোক হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। দেখ বাব, গ্রামের মধ্যে যে ধনী ব্যক্তি তার ৮ টা ছেলে ৮ দিক দিয়ে উপায় করছে বলেই তো সে কোটিপতি হয়েছে। দাদা বাড়িতে এসে এই কথাটা আমাকে বলেছিল এবং আমরা দু ভাইয়ে বেশ হাসাহাসি করেছিলাম।

পরবর্তীকালে কিন্তু সুবল মামা বড়োলোক হয়েছিলেন। বিশাল দোতলা পাকা বাড়ি হয়েছিল। এক ছেলে কয়লা, কেরোসিনের ব্যবসা করত। দুই ছেলে মুদিখানা দোকান চালাত। আরেক ছেলের গাড়ি গ্যারেজ ছিল। আর দুই ছেলে চাকরি করত। মামা করিৎকর্মা লোক ছিলেন। ছেলেদের উপায়ের পথ ঠিক করে দিয়েছিলেন। মামার সংসারের উন্নতি খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল। এটা হল মাইক্রো লেভেলের উদাহরণ। বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই একই ফর্মূলা প্রযোজ্য। তবে জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে হবে যা একটা রাজ্যের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে জনসংখ্যাও সম্পদ। ১১ কোটি বেকারের ২২ কোটি হাতে যদি কাজ দেওয়া যেত, তাহলে কত সম্পদ সৃষ্টি হত তা ভেবেই অবাক লাগে। এই যে ভারতের শিল্পপতিদের ঘরে লক্ষ কোটি অর্থ জমা হয়ে আছে– তা আসলে মানুষের শ্রমের রূপান্তরিত রূপ। টাকা বা অর্থ মানুষের শ্রম ছাড়া তৈরি হয়না। মানুষ জন্মায় তার শ্রম শক্তি নিয়ে। এই শ্রমের প্রকারভেদ আছে – বৌদ্ধিক শ্রম এবং কায়িক শ্রম। প্রকৃতি থেকে আমরা যে সম্পদ পাই তার কোনো মূল্য নেই। আমরা যে দাম দিই তা হল শ্রমের দাম। কয়লা খনি থেকে উঠছে, তেল মাটি থেকে উঠছে তার জন্য কেউ মূল্য নিচ্ছে না। মাটি থেকে তোলার খরচের সঙ্গে লাভ ধরে বাজারে মূল্য নির্ধারণ হয়। আমরা পকেটে যে টাকা নিয়ে ঘুরি তা শ্রমেরই ফসল। টাকা দিয়ে শ্রম কেনা যায়– আবার শ্রম দিয়ে টাকা উপার্জন করা যায়।

ফলে প্রতি হাতে কাজ চাই এই দাবি কেউ করছে না। কারণ তারা জানে যে কাজ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ১১ কোটি বেকারকে সরকারী চাকরি দিতে হবে এই দাবি করার মতো পাগল কেউ নেই দেশে। তবে ঘোষিত সরকারি পদ পূরন করার দাবি নিশ্চয়ই করা যায়। রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারের ঘোষিত পদ তারা যদি পূরন করত তাহলে কোটি বেকারের চাকরি হত। তা সরকার করছে না। সেই টাকায় ভোট কেনার ব্যবস্থা করছে, বিভিন্ন জনমোহিনী প্রকল্পের মাধ্যমে। যাকে বর্তমানে 'ডোল পলিটিক্স' বলে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীনচেতা করে তোলে। স্বাধীনচেতা মানুষ ঠগ, প্রবঞ্চক, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিবাজ রাজনৈতিকদের নিশ্চয়ই পছন্দ করবেনা সেই ভয়ে ভীত আমাদের নেতারা। দেশে বেকার যত থাকবে ততই তারা রাজনৈতিক বোরের মতো কাজ করবে, তারাই রাজনৈতিক কর্মী হবে, তারাই ভোট বৈতরণী পার করে নেতাদের গদীয়ান করবে, তাই বেকার থাক। মানুষের বুদ্ধি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য এরা জনসংখ্যার চাপের দোহাই পাড়ে। আমাদের দেশে যখন নাসবন্ধী হচ্ছে – তখন চিনে ১০ ছেলের মাকে বীর মাতা উপাধিতে ভূষিত করা হচ্ছে। জনসংখ্যা তাদের মাথা ব্যথার কারণ ছিল না। উল্টে তা উন্নয়নের সহায়ক ছিল। শুধু অর্থনীতির চরিত্র অন্য ছিল। অধিক মুনাফার লক্ষ্যে নয়, সামাজিক প্রয়োজনই উৎপাদের অভিমুখ ছিল। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বিশ্বের উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা আজও উন্নয়নশীল দেশের তক্‌মা ছেড়ে বেরোতে পারিনি। বিপুল প্রকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা পিছিয়ে আছি শুধুমাত্র জনশক্তিকে ব্যবহার করতে না পারার জন্য। পুঁজি আর রাজনীতির অশুভ যোগসাজসে জনসংখ্যা আমাদের বোঝায় পরিণত হয়েছে। যা ছিল সম্পদ তা আজ আপদে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে এই বেকার জনসংখ্যাকে কিন্তু চিরদিন ললিপপ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। একদিন না একদিন বিস্ফোরণ ঘটবেই, তবে সেদিন সামলানো দায় হবে শাসকের পক্ষে। অতএব সাধু সাবধান।

ওয়াকওভার

প্রথম পাতার পর

আমাদের নেতাকর্মীদের মিথ্যা কেস দেওয়া হচ্ছে, যখন তখন তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে। অনেকে ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তবুও তার মধ্যেই আমি চেষ্টা করছি নেতাকর্মীদের পথে নামাতে। খোদ প্রার্থীর এমন অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বড় কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য স্তরের কোন নেতা–নেত্রী এখানে প্রচারে আসছে না কেন? এই প্রশ্নে অভিজিৎ দাস বলেন, সেটা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব বলতে পারবে।

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের কনভেনার দেবাংশু পান্ডা বলেন, আমরা সর্বত্রই ছোট ছোট সভা করে প্রচার চালাচ্ছি। দু একদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব এখানে প্রচারে আসবেন। তিনি বলেন, কথা হচ্ছে, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা শীঘ্রই এখানে আসবেন। অন্যদিকে, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অভিষেক ব্যানার্জীর ব্যাপারে বিজেপি কোন কড়া পদক্ষেপ না নেওয়ায় অনেকেই সেটিং–এর তত্ত্ব সামনে আনছে। সম্প্রতি মমতা ব্যানার্জির ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলেছে। তিনি কি ইন্ডিয়া এবং এনডিএ দুদিকেই সম্ভবনা পথ খুলে রাখতে চাইছেন? তাহলে কি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মমতা ব্যানার্জিকেও চটাতে চাইছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ? তৃণমূলও বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের কড়াসুর কিছুটা হলেও নামিয়ে এনেছে। এখন দেখার আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি বা বিরোধী শিবির কতটা প্রচারে ঝড় তুলতে পারে আর তাকে কীভাবে মোকাবিলা করে তৃণমূল।

প্রার্থী পাঁচালি

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রের বিজেপি দলের সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় সংসদে প্রায় আড়াইশো দিন মোট ২৪০ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদ একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছেন মোট ২৭৭ টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সপ্তদশ লোকসভায় এ রাজ্যের যে ১০ জন মহিলা সাংসদ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে এবং সবচেয়ে বেশি বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই লকেট চট্টোপাধ্যায়। এবার আসি হাওড়া জেলায় এই জেলার হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গত পাঁচ বছরে সংসদে প্রায় দু'শ দিন মোট ১৯৯ দিন উপস্থিত থেকে সংসদে বিবিধ বিষয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন মোট ৭৭ টি। এবার এই জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বর্তমান সাংসদ সাজদা আহমেদ গত পাঁচ বছরে সংসদে মোট ১৬০ দিন উপস্থিত থেকে সাংসদে বিবিধ বিষয় প্রশ্ন করেছেন মোট ১৬৫ টি। এই হল সংসদে শিরদাঁড়া সোজা করে সাংসদদের সংসদের বিতর্কে অংশগ্রহণের ইতিবৃত্ত।

নাগরিকত্ব প্রদানে মতুয়া

প্রথম পাতার পর

মতুয়াদের এই আনন্দচ্ছোস শুধু কালমেঘ রামচন্দ্রপুরে নয়,উত্তর ২৪ পরগনার সমগ্র মতুয়াগড় সহ সমস্ত উদ্বাস্ত মতুয়া সমাজ আজ উচ্ছসিত। এমনটাই মন্তব্য সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্যের। মহীতোষ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন,'বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত মতুয়াদের যে ভোট আছে,তার শতকরা ৯৯ ভাগই যাবে বিজাপিতে। তার একমাত্র কারণ হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যয় সিএএ নিয়ে মানুষকে যা বুঝিয়েছিলেনতা যে সবই ভুল তার প্রমাণ পাওয়া গেল বুধবার। সিএএ লাগু হবার পর যে ১৪জন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিলেন তারা সবাই এদিন নাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছেন। এখনও আরো ৩০০ আবেদনকারী পাবেন। শুধু বনগাঁ নয়, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যেখানে উদ্বাস্ত মতুয়ারা আছেন তাঁরা প্রাণ খুলে বিজেপিকে ভোট দেবেন যদি না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তরফ থেকে দাঙ্গা করা হয়। যদি তিনি সত্যিই পরিচ্ছন্ন ভোট চান, তাহলে ভোটদানের পরিবেশ সুস্থতা বজায় রাখুন। তাহলে ওনার কতটা দম আছে তা বোঝা যাবে।' এপ্রসঙ্গে বনগাঁ লোকসভার তৃণমূলপ্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। যেখানে একজন মানুষও ফর্ম ফিলাপ করেনি, সেখানে নাগরিকত্ব পেয়ে গেল। শান্তনু ঠাকুরের শেখানো কথা বলছেন আমাকে। এটা নিছক বাচ্চা ছেলের কথা। একটাও ফর্ম ফিলাপ না করে হঠাৎই নাগরিকত্ব পেয়ে গেল, এটা শান্তনুর মিথ্যা কথা। চার জুনের পর দেখব কী হয়।'

মৈপীঠ নগেনাবাদে

প্রথম পাতার পর

তাই এই এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দ্রুত জেটিঘাটের দাবিতে প্রশাসনের কাছে দরবার করবো।আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত এই জেটি ঘাট টি তৈরি করে দিক।এব্যাপারে স্থানীয় মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান জোসনা মন্ডল কোনো মন্তব্য করতে চায় নি। তবে এব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন,আমরা সাধারন মানুষের সমস্যার খবর পেয়েছি।তবে বর্তমানে নির্বাচন বিধি চালু আছে। নির্বাচন মিটতেই ওই এলাকায় নতুন জেটি ঘাট নির্মানের ব্যবস্থা করা হবে।

বোলপুর আদালতে হাজিরা মুকুল ও মনিরুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়ূরাক্ষী নদী বালিঘাট দখল ঘিরে ২০১০ সালে লাভপুরে একই পরিবারের তিন ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সেই মামলায় মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা আদালতে সশরীরে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন সাংসদ মুকুল রায় এবং প্রাক্তন বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। গণহত্যার পর গ্রামছাড়া ছিল ওই পরিবার। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে দীর্ঘ ১৩ বছর পর গ্রামে ফিরছেন ৬ পরিবারের ১৫০ জন সদস্য। লাভপুর ব্লকের বুনিয়াডাঙ্গাল গ্রামে একই পরিবারের ৩ ভাই – ধানু শেখ, কটুন শেখ এবং ঐসুদ্দিন শেখকে সালিশি সভার নাম করে ডেকে ঘরের ভিতরে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল তৎকালীন দাপুটে তৃণমূল নেতা মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। গণহত্যার পরেই লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্র থেকে তৃণমূল বিধায়ক হয় মণিরুল। তারপর মামলার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত কিন্তু নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সেই মামলায় মঙ্গলবার বোলপুর মহকুমা আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন তৃণমূল প্রাক্তন সাংসদ মুকুল রায় এবং তৃণমূল প্রাক্তন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে জলসত্র দান

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া: এদিন হাওড়া বালটিকুরী খালধার পড়া রাস্তার পাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মদিন পালন করা হয়। আয়োজক সংস্থা সন্ধ্যা তারা পত্রিকা তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য জলসত্র ব্যবস্থা করেন। অতিথি আসনে নতুন প্রভাত পত্রিকার উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রবীন চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা তারা পত্রিকার সভাপতি ঝুমুর মান্না'র হাতে বাতাসা, লাড্ডু ও জলের পাত্র তুলে দিয়ে সর্বসাধারণের জন্য জলসত্র দানের শুভ সূচনা করেন। কবি গুরুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সেবামূলক কাজের জন্য সমাজসেবী ডা. তিমিরবরণ মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ খাঁ, সুকুমার হালদার, বাপ্পা সিংহ, শান্তিপদ চক্রবর্তী, তপন বোস, রুমা সিংহ, সোমা পোড়ে প্রমুখ সুধীজনরা পত্রিকার সম্পাদক রাঘব পোড়ে'কে এই অভিনব উদ্যোগের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভারতের জাতীয় পতাকার দেখা মিলল

প্রথম পাতার পর

এই সমস্যা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখা উচিত নয়াদিল্লির। দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। ভারতের উচিত পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে তাদের পূর্ববর্তী সরকারের নেওয়া নীতি থেকে সরে এসে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা। এখনই যদি ভারত এগিয়ে না আসে তাহলে আমরা স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ হারাবো। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে খাদ্যের ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বিদ্যুৎ সংকট ও জ্বালানি সংকটের ফলে মানুষ প্রতিদিনই এখানে হয়রান হচ্ছেন। এইসব সমস্যার জন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করে মিছিলে সামিল হন হাজার হাজার মানুষ। স্লোগান ওঠে– নরেন্দ্র মোদির কাছে অনুরোধ পাকিস্তানের অবৈধ দখল থেকে আমাদের মুক্ত করা হোক। প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্বাচনী প্রচারে বারবার বলেছেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ওদের পরমাণু বোমার ভয়ে সেই অধিকার ভারত ছেড়ে দেবে না। মোদীজি ফের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ফেরার পর পাকিস্তানের গুলির জবাব ভারত কামানের গোলা দিয়ে দেবে।

প্রসঙ্গত ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর তৎকালীন কংগ্রেসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর সময়ে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ, পশ্চিমে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ, উত্তরে গিলগিতবালতিস্থান প্রদেশ, পূর্বে ভারতের দখলীকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের একাংশ। যা ৭৬ বছর ধরে ভারতকে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ কংগ্রেসি সরকারকে কোনদিনই অনুরোধ করেনি তাদেরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। নরেন্দ্র মোদির সরকারেই আস্থা রেখেছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ। কারণ তারা দেখেছে ৩৭০ ধারা বিলোপ হবার পর টেররিস্ট হাব কাশ্মীর এখন টুরিস্ট হাবে পরিণত হয়েছে। কাশ্মীরের যুবকরা এখন জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। তাই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণেরও এতদিন পর চেতনা হয়েছে। তারাও চাইছে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে। গত বছরের শেষদিকে সংসদে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ২৪টি বিধানসভা আসন সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

বেশ কয়েকটি সংখ্যা আগে আমরা লিখেছিলাম রুদ্র করণ প্রতাপ নামে এক জ্যোতিষী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন মঙ্গলের মহাদশা চলছে। মঙ্গলের মহাদশা জমি সংক্রান্ত বিষয়কে চিহ্নিত করে। তাই ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের দখলে আসবে। প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী ও সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট কিংবা ২০২৫ সালের ২৬ জানুয়ারি নরেন্দ্র মোদীর হাতেই ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। এখন দেখার জ্যোতিষী এবং দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর কথাটা কতটা সত্যি হয়। তবে যদি সত্যি হয় সেটা হবে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে একটি গৌরবের দিন।

১৪ বছর পর জয়নগরে ছেলেকে খুঁজে পেল বিহারের দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দীর্ঘ ১৪ বছর পর নিজের বাবা মাকে খুঁজে পেল বিহারের এক বালক,ফিরে গেল জয়নগর থেকে বিহারে।এ জন্য সিনেমার চিত্রনাট্য।বাড়িতে মায়ের বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ১৪ বছর আগে বিহারের এক বালক।এরপর কোনোভাবে সে চলে আসে কলকাতায়। তারপর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় লক্ষীকান্তপুর লোকালে উঠে পড়ে কোনো কিছু না ভেবে ওই বালক। তারপর ট্রেনের মধ্যেই দেখা হয় এক সবেদা বিক্রেতার সাঙ্গে। আর তার সামনে এসে ওই বালকটি কাঁদতে কাঁদতে ওই সবেদা বিক্রেতাকে জড়িয়ে ধরে। কোন কিছুই বলতেই পারে না শুধু চোখ থেকে জল পড়ছে। সেই দেখে ওই সবেদা বিক্রেতার মনে কষ্ট হয়।তারপর সে কোনো কিছু না ভেবে একজন মানুষ হিসাবে তাকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে।ওই সবেদা বিক্রেতার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের হরিনারায়ণপুরে। তারপর তাকে কোলে পিঠে করে আস্তে আস্তে বড় করে তোলে। স্কুলে ভর্তি করে পড়াশোনা শেখায়। ওই বালক জানতো এটাই তাঁর

বাবা–মা।কিন্তু এখন বড় হয়ে সে একদিন সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁর ছবি পোস্ট করে।আর তা কোনওভাবে বিহারের বাসিন্দা ওই বালকের আসল বাবা–মার চোখে পড়ে যায়। তারপর তাঁরা যোগাযোগ করলে জানতে পারে তাদের ১৪ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলে এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার দক্ষিণ বারাসাতের এক ব্যক্তির বাড়িতে বড় হচ্ছে। তারপর তাঁরা ওই সবেদা বিক্রেতার ঠিকানা জোগাড় করে খুঁজে খুঁজে চলে আসে দক্ষিণ বারাসাতের হরিনারায়নপুরের ওই ব্যক্তির বাড়িতে। সেখানে এসে দেখে তাদের ছোট্ট ছেলে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।সে তাঁর বাবা মাকে চিনতে পারছে না। কারণ সে জানে তাঁর আসল বাবা মা সবেদা বিক্রেতার পরিবার।বিহার থেকে আসা তাঁর আসল বাবা মাকে সে কোনওভাবেই চিনতে পারছিল না। তারপর ওই বালকের পুরানো ছবি তাঁর সেই মায়ের কোলে বসে থাকা সেই ছবি দেখেই আস্তে আস্তে সে চিনতে পারে তাঁর আসল বাবা মাকে। এর পর সমস্ত পরিচয় দেবার পর লালন পালন করা সেই বাবা ১৪ বছর পরে বুকফাটা কান্নাকে সঙ্গী করে কুড়িয়ে আনা সেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিল তাঁর নিজের বাবা–মার কাছে। যদিও ওই ছেলে আসল বাবা মার সাঙ্গে চলে যাবার আগে বলে আমি এদেরকেও ছাড়তে পারবো না ওদেরকেও ছাড়তে পারবো না তাই দুজনের সাঙ্গেই সম্পর্ক রাখবো এবং দুই জায়গাতেই যাতায়াত করবো। আর এভাবেই কাটিয়ে দেবো আমার বাকি জীবনটা দুই বাবা–মাকে সঙ্গী করে নিয়ে।

মহানগরে

এবার রাস্তায় ‘অ্যালাইনমেন্ট’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতায় বড়ো রাস্তা, অলিগলি, লেন, বাই–লেন সহ শহরে মোট রাস্তা আছে ৪ হাজারের কাছাকাছি। তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার কত গুলি রাস্তা অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত আছে? এবং সেই অ্যালাইনমেন্ট গুলি কবে কবে হয়েছিল? এবং আরও সে বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার দৃষ্টিভঙ্গী বা কী ছিল? যদি কোনও রাস্তা দীর্ঘদিন অ্যালাইনমেন্টের আওতা থাকে, অথচ তার কোনও কার্যকারিতা নেই। তাহলে কী কলকাতা পৌরসংস্থা সেইসব রাস্তা গুলিকে ‘অ্যালাইনমেন্টের আওতার বাইরে আনতে পারে? অ্যালাইনমেন্টের আওতায় থাকা রাস্তা গুলির বিষয় কলকাতা পৌরসংস্থার কি পুনর্বিবেচনা করার কোনও পরিকল্পনা আছে?

কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে’র এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার মোট ৬৮০ টি রাস্তা অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত আছে। এই রাস্তাগুলোর নাম ওয়ার্ডভিত্তিক রূপে জানানোটা সম্ভব নয়। কারণ কোনও রাস্তা বিশেষ একটি ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই অ্যালাইমেন্ট গুলি বিভিন্ন সময়ের, যার মধ্যে বেশির ভাগই ১০০ বছরের বেশি পুরোনো। কারণ এগুলি সিআইটি যখন ছিল, সে সময় কলকাতা মহানগরে এই অ্যালাইনমেন্ট গুলি তারা করে গিয়েছিল। এখন যদি এই অ্যালাইমেন্টগুলি পুনর্বিবেচনা করা হয়। সেইজন্য ‘মিউনিসিপ্যাল স্ট্রিট টেকনিক্যাল কমিটি’র মতামতের সাপেক্ষে মেয়র পারিষদ সিদ্ধান্ত নেয়। এই অ্যালাইনমেন্ট বজায় থাকবে কি থাকবে না?

দ্বিতীয়ত, এই অ্যালাইনমেন্ট এখনও হচ্ছে। যেগুলি নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে বা নতুন নতুন জায়গা তৈরি হচ্ছে। সেই জায়গা গুলোয় কোন্ ধরনের বাড়ি করবার সেটা ‘রেসিডেন্সিয়াল, ‘কমার্শিয়াল কিংবা ‘ইন্ডাসট্রিয়াল সেটার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও কলকাতা শহরে অ্যালাইমেন্ট হচ্ছে। এবং সেটা বর্তমানে কেএমডিএ করছে। তারপর কলকাতা পৌরসংস্থা শেষ সিদ্ধান্ত নেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে মেনশন বা অবজেকশনও থাকে। সে সময় কলকাতা পৌরসংস্থা তার মতামত সেসময় গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অ্যালাইনমেন্ট হল এমনই এক নির্দেশনামা যার দ্বারা যে রাস্তা অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হবে, সেই রাস্তার দুই পাড়ের কোনও পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করা যাবে না বা ভ্যাকেন্ড ল্যান্ডের ওপর নতুন বাড়ি করা যাবে না। পুরনো বাড়ি গুলির ওপর নতুন করে কোনও ফ্লোরও বাড়ানো যাবে না। যেমন, শশীভূষণ দে স্ট্রিট একটি অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত রাস্তা। এই স্ট্রিটের ১/১এ থেকে ২৬/৪সি নম্বর ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। আবার ২৭ থেকে ৩৮এ নম্বর ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। আবার ৪৮ ও ৫১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত হিদারাম ব্যানার্জী লেন আরেকটি অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত রাস্তা। কলকাতায় এমন ৬৮০ টি রাস্তা অ্যালাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

আইনি জটে অকেজো ট্রাম লাইনে আবদ্ধ শ্যামবাজার

বরুণ মণ্ডল : অনেক দিন যাবৎ শ্যামবাজার মোড় থেকে খান্না মোড় রাস্তার ধারে ট্রামলাইন ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার অনেকটা আটকানো অথচ তার সামনে বা পিছনে এই ট্রামলাইনের কোনও অস্তিত্ব নেই। ট্রামলাইনের কোনও ওভারহেড ইলেকট্রিকের লাইনও নেই। জায়গাটা অনেকটা ‘বটল লেন হয়ে আছে। কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব এই ট্রামলাইন সরিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড সম্প্রসারণ করলে শ্যামবাজার এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। এই আটকানো স্থানটিতে অনৈতিক ভাবে একাধিক গাড়ি পার্ক করা থাকছে। রাস্তাটি চওড়া করা হলে এটাও বন্ধ হবে। এবং যানবাহন চলাচলের একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি হতে পারে। এ বিষয়ে একটা ওয়ার্ডভিত্তিক প্রস্তাব চাইছি।

এ বিষয় কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, গতবছরের ১৯ আগস্ট আমি এ বিষয়ে উত্তর দিয়েছি। তবুও বলি এগুলির প্রয়োজনীয়তা কলকাতা পৌরসংস্থা অনুভব করে। এবং কলকাতা শহরে এমন অনেক গুলি ট্রাম লাইন আছে, যেগুলি অকেজো। যেখান থেকে আর কোনও দিনও ট্রাম চলাচল সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এ বিষয়ে একটা কেস রয়েছে। এবং রাজ্যের পরিবহন দফতরকে আমি কলকাতার মহানাগরিক হিসেবে বলেছিলাম। ‘কলকাতা ট্রাম লাভার্সদের সংগঠনে”র তরফ থেকে একটি স্টে অর্ডার করা আছে। রাজ্যের পরিবহন দফতরকে বলেছি হাইকোর্টে এই বিষয়টি তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছি। তারা একবার তুলেও ছিল। কিন্তু ‘স্ট্রে অর্ডার তোলা হয়নি বলে, ট্রামলাইন নিয়ে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই পরিবহন দফতর ট্রাম লাইন সরাতে পারছে না। তবে যথাসময়ে এটা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা উদ্যোগী হবে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।

বার্তা

অস্বাস্থ্যকর : প্রশাসনের নাকের ডগায় আলিপুর পুলিশ কোর্টে দুর্ঘটনাময় আবর্জনার স্তূপাকার। এই পরিবেশেই চলছে আইনের কাজকর্ম। হেলদোল নেই প্রশাসনের। **ছবি :** অরুণ লোধ

মায়ের আশায় : কালীঘাটের আদিগঙ্গার মায়ের ঘাট সম্প্রসারণের কাজ চলছে। **ছবি :** সুমন সরদার

আলোচনা সভা : মার্চেন্ট চেম্বার্স অফ কর্মাস ইন্ড্রাস্ট্রির পক্ষ থেকে বাড়ি তৈরির পর সাজানোর জন্য আসবাবপত্র ব্যবসার বিষয়ে এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থপতি বিশেষজ্ঞ মণিকা খোসলা ভারগবা। আলোচনায় উঠে আসে ভারতীয় কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের চাহিদা বাড়ছে। ওই সভা থেকেই সরকারের কাছে ফার্নিচার হাবের দাবি তোলেন বণিক সভার সদস্য।

সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: নেতাজির আধ্যাত্মিক ভাবনা চিন্তা নিয়ে প্রকাশিত হল সন্ন্যাসী দেশনায়ক সুভাষ বইটি ১১মে কফিহাউসের দীপ প্রকাশনের বিপণীতে লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরীর নেতাজি সম্পর্কিত এটি ১৫তম বই। শহীদ বসন্ত বিশ্বাসের আত্মোৎসর্গ দিবসকে মনে রেখে এই আনুষ্ঠানিক গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বহু মানুষ আসেন। ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মননের খোঁজেই বহু জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও অকথিত সত্য সামনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বইটি লিখেছেন বলে জানান লেখক। কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি ড. স্নেহাশিষ সুর বলেন নেতাজির বিষয়ে যাবতীয় সত্য সামনে আসুক। তাঁর কর্ম কান্ডের একেকটা দিক হল একেকটা রত্ন খনি। তাঁর অসাম্প্রদায়ীক চিন্তা চেতনা যুব সমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান আমাদের জানতে হবে। জয়ন্তের প্রতিটি বই একেকটি আকড় গ্রন্থ স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ নেতাজি আধ্যাত্মিক সত্ত্বার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে। এই ধরনের বই এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। সাহিত্যিক সমুদ্র বসু আগামী দিনে নেতাজি সম্পর্কে এই ধরনের আরও বই প্রকাশিত হবে সেই আশা ব্যক্ত করেন। বিবেক রায় তাঁর ভাষণে সন্ন্যাসী দেশনায়ক চল্লচিত্র নির্মাণকালে নানা অভিজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি বলেন, যে সুভাষচন্দ্র ও ভগবানজির মধ্যে তথ্য সহ যোগসুত্র স্থাপন করল এই বই। বইটির লেখক ড.জয়ন্ত চৌধুরী জানান, ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে এই ধরনের বই প্রথম। রামকৃষ্ণ দেব সম্পর্কে তার মূল্যায়নের চিঠির পান্ডুলিপি ছাপা হয়েছে এই বইতে। সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন সাধুসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সঞ্চালক প্রিয়ম গুহ অনিষ্ঠানের সুচনা পর্বে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রিয় চন্ডী শ্লোকের কিছু অংশ উচ্চারণ করে সভায় অন্যমাত্রা এনে দেন। এদিন দীপ প্রকাশনের কর্ণধার কল্পনা মণ্ডল, সিইও সুকন্যা মণ্ডল ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ এদিন নেতাজির একটি দুর্লভ ছবি অনুষ্ঠান স্থলে মাল্যশোভিত ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : মে মাস পড়লেই প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় রাজ্যবাসী শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালের ২৫মে আইলা, ২০২০ সালের ২০মে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি এখনো অনেকের কাছেই অমলিন। সেই মে মাসেই আবারও ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রুকুটি। দিল্লির মৌসুম ভবন জানাচ্ছে, ২০ থেকে ২৩মে এর মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হবে। ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হতে পারে। এই সময় সমুদ্রের জলরাশি উত্তাপ অত্যন্ত বেশি থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিছুটা বৃষ্টিতে স্বস্তি মিললেও আবারও তাপমাত্রার পারদ চড়তে শুরু করেছে। আবহবিদরা মনে করছেন এই তাপমাত্রা চড়ার বিষয়টি নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের আদর্শ পরিবেশ। আবহবিদরা অনুমান করছেন প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ মায়ানমার ও

বাংলাদেশের দিকে হতে পারে। তবে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকাতেও এই ঝড় আছড়ে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে প্রায় ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটার। প্রকৃত ঝড়ের অভিমুখ কোন দিকে হবে তার জন্য আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। ২৪মে রাত থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রবল বৃষ্টি শুরু হতে পারে। বৃষ্টি চলতে পারে ২৬মে পর্যন্ত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরও বিষয়টির প্রতি পর্যবেক্ষণ রাখছে। নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে আবহাওয়া দপ্তর।

প্রসঙ্গত যে ঘূর্ণিঝড়টি সৃষ্টি হতে চলেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে রেমাল। এই নামটি দিয়েছে ওমান। রেমাল একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হলো ‘বালু’। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে ২৫ মে আয়লা ঘুর্নিঝড়ের তাণ্ডবে সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব হয়েছিল। ২০২০ সালের ২০ মে কোভিডকালে আম্ফান ঘূর্ণিঝড়েও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা শহরতলীতে। তাই যদি সত্যিই রেমাল ঘূর্ণিঝড় এই মে মাসের শেষ সপ্তাহে সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আছড়ে পড়ে তার আশঙ্কায় আশঙ্কিত এলাকা সাধারণ মানুষ। এখন থেকেই দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরকে তৎপর হতে হবে ঘূর্ণিঝড়কে প্রতিরোধ করতে।

এখানে ওখানে

১২৫ তম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য বজবজ শহর

কুনাল মালিক, বজবজ

ইংরেজির ১৮৯৯ সালের ২৪ মে এবং বাংলার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন বর্ধমানের চুরুলিয়ায়। দেশের মানুষের জন্য কবিতা গান রচনা করেছেন, স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন তাকে আমাদের প্রতিনিয়তই স্মরণ করা উচিত। তবুও আজকে তার ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীর প্রাকাল্লে বিশেষভাবে স্মরণ করছি অনেকের অজানা একটি তথ্য। ১৯২৪ সাল থেকেই তিনি হিন্দি মিশ্রিত বাংলা গান রচনা করে বিভিন্ন কলকারখানার গেটে তা শুনিয়ে অসংখ্য কারখানা শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত করেন। তৎকালীন অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার এখন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বজবজ শহরেও বিভিন্ন মিলের শ্রমিকদের কাছে তিনি সামিল হয়েছিলেন। তিনি এবং তার সুহৃদ সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর বজবজ ও বিভিন্ন জুট মিলের গেটে গান ও আবৃত্তি করেছেন। এমনই নানা তথ্য জানা গেল আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষের কাছে। তিনি এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন বজবজ পরিচয় নামে তাঁর গ্রন্থে। ১৯৪১ সাল বজবজ বাসির গৌরবের দিন। ওই বছরই বজবজবাসি পেয়েছে নতুন টাউন হল ও বর্তমান পুর ভবনটি। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার পর বিভিন্ন স্থানে তার শোকসভা হতে থাকে। তেমনি একটি শোক সভায় বজবজের এই নবনির্মিত টাউন হলে তাকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন পুর ভবনে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। নজরুল সে সময় অসুস্থ থাকলেও তার সাহিত্যজীবন তখনই শেষ হয়নি।

বজবজবাসী নজরুলের সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৯ মে ১৯৯৪ বজবজ টাউনহলে নজরুলের এক প্রতিকৃতি উদ্বোধন করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল কলকাতার ৬ নম্বর হাজিলেনের বাসায় নজরুল গিরিবালা দেবীর মেয়ে আশা লতা সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সদ্য বিবাহিতা আশা লতাকে কবি নাম দেন প্রমিলা। অসুস্থ নজরুল ও তার স্ত্রীকে ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষে লন্ডন ও ভিয়েনা ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসেন কিন্তু রোগের কোন সুরাহা হয়নি। ১৯৫৩–৫৪ সালের শেষদিকে একের পর এক বাসা বদলের মাধ্যমে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় কবিকে। প্রমিলার সম্পর্কিত বোনেরা স্থির করেন যে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে দুই মাস করে কবি দম্পতিকে রাখবেন যতদিন না সরকারি কোন ব্যবস্থা হয়। প্রমিলার এক বোন শান্তিনতা সেনগুপ্ত বজবজ পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন এবং বজবজের জুটমিলের গেটের কাছে কয়লা সড়কের নিকট ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন। তিনিই সেই সময় কবিকে ও তার স্ত্রী প্রমিলাকে কিছুদিনের জন্য বজবজে এনে রাখেন। সেটা ছিল ১৯৫৪ সালের শেষ দিক। ঘরের জানালার সামনে নজরুল দাঁড়িয়ে বজবজ মিলের গেটের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তখন কবির সেরকম চেতনা ছিল না। প্রতিদিন বিকালে কবিকে ধুতি–পাঞ্জাবি পরিয়ে একটি চেয়ারে বারান্দায় বসিয়ে রাখা হতো। আর বজ বজের শত শত মানুষ লাইন দিয়ে তাকে দর্শন করতে আসতেন। কেউ কেউ তাকে মালা পরিয়ে দিয়ে পায়ে প্রণাম করতেন। কাজী নজরুল ইসলামের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ যেমন কাজী অনির্বাণ কাজী অনিরুদ্ধ কাজী সব্যসাচী কল্যাণী কাজী প্রমুখরা আসতেন বজবজে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ জানাচ্ছেন কবি বজবজ এ প্রায় সপ্তাহ দুই ছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় বাড়ি ঠিক হলে তাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। বজবজবাসির গর্ব এরকম এক মানুষকে তারা তাদের মধ্যে পেয়েছিলেন।

শিশু শিক্ষণ কেন্দ্রের কবি প্রণাম

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : ১২ মে, রবিবার ২০২৪ বাওয়ালী জেলা ভবন প্রাঙ্গনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কবি প্রণাম ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী। এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে চিরাচরিত পাঠক্রমের বাইরে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, হাস্য–কৌতুক, যোগা, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রতিভার প্রদর্শন করে, অনুষ্ঠান মঞ্চ আলোকিত করে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, বর্ষীয়ান শিক্ষক শৈলেন পাড়ুই, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজী মহারাজ, বজবজ পত্রিকার কর্ণধার দেবাশীষ ঘোষ , বুড়ুল হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তুষারকান্তি মণ্ডল, বাচিকশিল্পী কল্যাণী ভট্টাচার্য, আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, সমাজসেবী মঈনুদ্দিন মল্লিক, মসিউর রহমান, প্রখ্যাত নিউরোথেরাপিস সুকমল সাহা সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংগঠন সম্পাদক মানস নস্কর ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা অধিকারীর সঞ্চালনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে, অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও শুভ উদ্যোগে শামিল হওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবক বৃন্দ, আগত সকল অতিথিবৃন্দ ও স্থানীয় জনগণকে অশেষ অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘের জেলা সম্পাদক অনিল নস্কর।

ঈষিকার কবি প্রণাম

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ২৫ বৈশাখ ঈষিকা ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হল নববিধান ব্রাহ্মসমাজে। কবিতায় কথায় গানে কবিকে শ্রদ্ধা জানালেন ঈষিকার কর্ণধার সুহৃদ দাস, শ্রাবণী বল, রোদসী দাস, ঋতিকা দে, অরুনিতা দত্ত ও ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ কথায় ও গানে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এছাড়া অংশ নিয়েছিলেন দীপান্বিতা সেন, সুপ্রতিম চক্রবর্তী, মৌসুমী কর্মকার, অপর্ণা বিশ্বাস, শিখা চট্টোপাধ্যায়, টুলটুল ভট্টাচার্য প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সুজয় বিশ্বাস ও কার্যকরী সভাপতি সরোজ ঘোষ।

ভদ্রেশ্বরে আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রস্মরণ

মলয় সুর : ৩০ বছর ধরে এক টুকরো শান্তিনিকেতনের ধাঁচে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় কবিস্মরণ আয়োজন করেছিল হুগলির ভদ্রেশ্বরে বাত্ত্বায়। অভিজ্ঞ বাচিক শিল্পী রীণা দত্ত ও ডাক্তার সমীর দত্তের প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠান হয়। ভোর থেকেই এখানে বিশিষ্ট শিল্পী সাহিত্যিক, সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরা হাজির হন। অনুষ্ঠান শুরু হয় সুজাতা দত্তের আবৃত্তি যা অংশুমান করের লেখা শ্রীচরনেষু রবীন্দ্রনাথ। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পঞ্চকন্যা’ অভিনব আঙ্গিকে পাঠ করেন বাচিক শিল্পী রীনা দত্ত, সন্দীপ ভট্টাচার্য ও গানে ছিলেন বিতান মুখোপাধ্যায়। এদিন শিশুশিল্পী সৃজন পোদ্দার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবৃত্তি পাঠ করে। এছাড়াও ছোট্ট শিল্পী অভীস্কা দাস কবিতা পাঠ করে। শ্রুতিনাটক করেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও অর্থোপেডিক ডাক্তার ভাস্কর দাস ও তাঁর স্ত্রী সোনালী দাস। সর্বসাধারনের জন্য রবীন্দ্র কুইজ সঞ্চালনা করেন ডাক্তার সমীর দত্ত, কৃতিদের হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই উপহার দেওয়া হয়। সনিপুণ সঞ্চালনায় ছিলেন অনমিত্র মন্ডল।

‘উৎসব’এর রবীন্দ্র জয়ন্তী

অশোক সেন, হাওড়া : ‘উৎসব’ সাংস্কৃতিক সংস্থার আয়োজনে এবং মন্দিরতলা বিজয়কৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সমিতির সহযোগিতায় হাওড়ার অন্যতম এক বৃহত কবিপ্রনাম অনুষ্ঠিত হল ২৫ বৈশাখ ১৪৩১, বিজয়কৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সমিতি প্রাঙ্গনে। বিপুল দর্শক সমাগমে এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে মাতিয়ে দেন সঙ্গীতশিল্পী মনোমোহন ভট্টাচার্য, শম্পা ঘোষাল, প্রমুখ। আবৃতিতে ছিলেন স্বপন গাঙ্গুলী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, কাজল সুর প্রমুখ। তৎসহ ‘উৎসব’ পরিবারের শিল্পীরা এবং হাওড়া জেলার এক ঝাঁক উদীয়মান শিল্পীদের পরিবেশনা প্রশংসার দাবি রাখে। সঞ্চলনা করেন রাজীব চন্দ্র, শুভাশিস চক্রবর্তী,অর্পিতা দাস,পিয়ালি মিত্র সহ আরও অনেকে।

মাঙ্গলিকী

মহান সাধক বাবা ভূতনাথের জীবনী উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহান সাধক এবং সংস্কৃতের মহাপন্ডিত বাবা ভূতনাথের জীবনী উন্মোচন হল। ওনার জন্ম ১৯৬০ সালে এ বর্ধমান জেলার মশাগ্রামে তারপর বেনারস এ সিদ্ধিলাভ, আর বিহারের ভাগলপুরে তার আধ্যাত্মিক জীবন। বইটি লিখেছেন বাবা ভূতনাথের প্রপৌত্র সুপ্রিয় মুখার্জী।

গত ২৭ এপ্রিল ভাগলপুর শহরের শতাব্দীপ্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে মহান গৃহস্থ সাধক বাবা ভূতনাথের জীবনী উন্মোচন করা হয়। সেখানে ভাগলপুরের শিক্ষিত সমাজের মানুষজনরা উপস্তিথ হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভাগলপুর শাখার সম্পাদক অঞ্জন ভট্টাচার্য যিনি বাবা ভূতনাথ এবং ভাগলপুরের বাঙালিদের গৌরবশালী ইতিহাসের ব্যাপারে বক্তব্য রাখলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বিহার রাজ্য শিশুশ্রম কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজীব কান্ত মিশ্রা, ইতিহাসবিদ শিব শংকর পারিজাত, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখার্জী, ডাঃ অমিতা মৈত্র সহ অনেকে। বইটির হিন্দি সংস্করণ উন্মোচন করা হয়। লেখক সুপ্রিয় মুখার্জী জানান, বাংলা ও ইংরিজি সংস্করণ ও কয়েক মাসের মধ্যে আসতে চলেছে।

বইটি ভূতনাথের অসাধারণ জীবনের উপর আলোকপাত করে। ওনার জন্ম ১৮৬০সালের এ মাসাগ্রামে হয়েছিল, এবং বেনারসে এ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ও সান্যালের থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন। এরপর তিনি ১৮৮৬-৮৭ সালের দিকে ভাগালপুরে যান এবং ওই পৌরাণিক শহরে পৌঁছনোর পর কিছুদিনের মধ্যে ভাগালপুরের প্রতিষ্ঠিত জেলা স্কুলে সংস্কৃতাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এবং ১৯৫১ সালে দেহত্যাগ পর্যন্ত তিনি ভাগালপুরেই ছিলেন। বড় খঞ্জরপুরে বসবাস করতেন এবং ঘরের মন্দিরে ধ্যান-প্রার্থনা করতেন, ওনার ঘরে মা কালীর পূজা বেদি ছিল এবং প্রতিবছর মূর্তি স্থাপিত করে মা কালির পূজা করতেন । বাবা ভূতনাথের বিষয়ে ওখানকার লোকজনেরা বলেন,বাবা ভূতনাথ সাধারণত ধ্যান ও যোগ ক্রিয়ার পরে গভীর সমাধিস্থ অবস্থায় চলে যেতেন। এ ছাড়া উনি রোজ গঙ্গা স্নানে যেতেন এবং প্রায়ই সাঁতার কেটে নদীর মাঝখানে চরে পৌঁছে সেখানে আসন পেতে ধ্যানে বসে পড়তেন ।

তিনি শুধু সাধক নয়। একজন দক্ষ বিদ্বান এবং অসাধারণ সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন তাই বিহারের মানুষ তাকে পণ্ডিত বলে সম্বর্ধনা জানাতেন, সাথে সাথে সিদ্ধ যোগী এবং সত্য সামাজিক সেবক ছিলেন তিনি। কয়েক দশক পর্যন্ত ভাগলপুর দুমকা অঞ্চলের মানুষজনদের উনি আধ্যাত্মিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন, যে কেউ একবার তার সঙ্গে দেখা করেছে সে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। একদিন বাবা ভূতনাথ তাঁর স্বপ্নে ভগবান শিবের একটি ঐশ্বরিক দর্শন পেয়েছিলেন ভগবান শিব তাঁকে গঙ্গার ঘাটে মাটির নীচে সমাহিত একটি নিমজ্জিত শিব লিঙ্গ বের করার নির্দেশ দেন। এই পরাবাস্তব স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে যখন পরের দিন সকালে বাবা ভূতনাথ নির্দেশিত স্থানে খনন করেন এবং সেখানে সমাহিত একটি কালো পাথরের শিব লিঙ্গ আবিষ্কার করেন। দেরি না করে তিনি সেই স্থানেই মহাদেবের শিব লিঙ্গ শ্রদ্ধার স্থাপন করলেন। তার সঙ্গে পর থেকে প্রতিদিন ব্রহ্ম মুহূর্তে তিনি গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করতেন তারপর শিবলিঙ্গে জল ও ফুল নিবেদন করে পূজা করতেন। তারপরে সূর্যের দিকে মুখ করে গঙ্গার ধারে সাধনায় বসতেন। পরবতীকালে ওখানে একটি মন্দিরের নির্মাণ হয় এবং সেই মন্দির ভূতেশ্বর নাথ মহাদেব নামে পরিচিত হয়।

যেমন মৌমাছিরা ফুলের সমীপে ঘুরে বেড়ায় তেমনই ভক্তরা বাবা ভূতনাথের চারপাশে বসে থাকতেন দিব্য আনন্দের রস পাওয়ার আশায় । জ্ঞানী, বিদ্বান,পণ্ডিত , আধিকারিক , ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ গরিব লোকেরা সব স্তরের ভক্তরা পণ্ডিতের সৎসঙ্গে আনন্দ অনুভব করতেন। বাবা ভূতনাথ সবসময় বিনম্র ছিলেন এবং আলোর গৌরব থেকে দূরে থাকতেন। বৌসির সান্যাল এবং দেওঘরের বলানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একবার বলানন্দ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি গৃহ পরিত্যাগ করে যা কিছু অর্জন করেছি, তিনি পারিবারিক জীবনে থেকেও সবই অর্জন করেছেন, তিনি সত্যিই মহান।`

তাঁর জীবনের পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রসার চালিয়ে যান, পাটনা, মুজাফফরপুর, দেওঘর, পূর্ণিয়া, কাটিহার, রাঁচি, দুমকা, হাজারীবাগ, বারাণসী, কলকাতা, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা এবং আরও অনেক জায়গা থেকে ভক্তরা তার কাছে আসতেন । সেই সময়ে ভাগলপুর শহর মিনি কলকাতার মর্যাদা লাভ করেছিল; রেশম বস্ত্র গঙ্গা নদীর জলপথ হয়ে বিকশিত বাণিজ্য এবং শিক্ষা-সাহিত্য পাশাপাশি একটি চমৎকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বুনন। কোলকাতার একদল মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং বাঙালি পণ্ডিতরা প্রায়ই বাবা ভূতনাথের বাণী শুনতে এবং তাঁর আশীর্বাদ পেতে ভাগলপুরে যেতেন। বাবা ভূতনাথ সবসময় বিনম্র ছিলেন এবং আলোর গৌরব থেকে দূরে থাকতেন , ভক্তদের কাছ থেকে বারম্বার আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ আসা সত্ত্বেও বাবা ভূতনাথ তার নীতিতে অবিচল ছিলেন।

তাঁর অনুসারীদের তালিকা দীর্ঘ ছিল, যার মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও ছিলেন । তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল, যিনি একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করার এবং মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে আনার জাদু ছিল।`

বইটির লেখক সুপ্রিয় মুখার্জি, যিনি বাবা ভূতনাথের প্রপৌত্র, তিনি বাবা ভূতনাথের জীবন ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন। ভাগলপুরে বেড়ে ওঠা সুপ্রিয় এখন কলকাতায় থাকেন, এম.বি.এ . সম্পন্ন করার পর, তিনি বর্তমানে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একজন পেশাদার এবং তার অবসর সময়ে লেখালেখি করেন।

আঁকাতেই স্বপ্নপূরণ : সান্মানিক ডক্টরেট লাভ লিলুয়ার সৃজিতার

মলয় সুর, হুগলি : না,রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্ম হয়নি তার। কিন্তু সত্যি সত্যিই ডক্টরেট উপাধি লাভ করে তার সৌভাগ্য হয়েছে তার জীবনে খোদ দিল্লি থেকে। হাওড়া জেলার লিলুয়া ঝিল রোডের বাসিন্দা সৃজিতা কোলে ওরফে অয়িশীতার জীবনে এমনটাই ঘটেছে।

এবছর চলতি মাসে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লির আইকনিক অ্যাওর্য়াড প্রদান করা হয়। সে সালকিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিল্পগ্রাম স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। মাত্র ১০ বছর বয়সে চিত্রশিল্পে কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি বলা যায় ছোট জীবনের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট। ছিপছিপে একরত্তি ছোট সৃজিতাকে অনায়াসেই অভিহিত করা যায়। শিশু প্রতিভা আভিবায়। খুব ছোটবেলা থেকেই তার আঁকার দিকে ঝোঁক। বাবা-মা বাধা দেননি। কিন্তু সাধ থাকলেও সামর্থ্য ছিল না নামিদামী কোনও আর্ট স্কুলে ভর্তি করার। বাবা সুরজিৎ কোলে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আছেন। মা মৌসুমী গৃহবধূ। তার বাবার কাছেই তার আঁকার হাতে খড়ি নিজের চেষ্টাতেই। বর্তমানে রিষড়ার মর্ডান ড্রইং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত চক্রবর্তীর কাছে সৃজিতা অঙ্কন শিখেছে। সে জলরং, পেন্সিল স্কেচ, তৈলচিত্র তথা অঙ্কনের সমস্ত মাধ্যমেই সৃজিতা সমান পারদর্শী। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার বাইরে ছবি আঁকতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করত সৃজিতা এই বয়সেই তার পুরস্কারের বহর দেখে চমক রেখে নজির সৃষ্টি করেছে। ঘরভর্তি ট্রফি মেডেল, বই, স্মারক ঠাসা। একগুচ্ছ মানপত্র জুড়লে মোটা একটা বই হয়ে যাবে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে, যেকোনো প্রতিযোগিতাতেই একটা পুরস্কার তার বাঁধা। কলকাতায় বসেই জাতীয় সম্মান ছাড়াও সৃজিতা পেয়েছে ২০২২ সালের মে মাসে আন্তজার্তিক স্তরে সম্মান জাপানের টোকিয়ো থেকে তার ক্রিয়েটিভ আর্টে আঁকা যামিনী রায়ের ছবি। পুরস্কার অর্জন করে রূপোর সরস্বতী ও পেন। ইতিমধ্যেই জাতীয়স্তরে ইন্ডিয়া বুকস্ অফ রেকডস্ ও ইন্ডিয়া রেকডস্ পুরস্কার তার ঝুলিতে রয়েছে। কলকাতা কলেজস্ট্রিটে বই প্রকাশনা সংস্থার বেশ কিছু বইতে তার আঁকা প্রচ্ছদ রয়েছে। তার আঁকা ছবি খ্যাতানামা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কবি অরুন চক্রবর্তী। সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, ইতিহাসবিদ গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী-কে উপহার দেন। সৃজিতা বহুমুখী প্রতিভার মেয়ে। সে একদিকে বিশিষ্ট শিশু চিত্রশিল্পী আর অন্যদিকে একজন বাচিকশিল্পী সে অ্যাবাকাস, পরীক্ষায় পাঁচবার ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্বর্নপদক পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে সৃজিতা নিজের, স্বপ্নের একটি আর্টস্কুলে ও আর্ট গ্যালারি খুলতে ইচ্ছুক।

চন্দননগরে স্বরবিতান সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর, চন্দননগর: বৃহস্পতিবার বর্ষমুখর সন্ধ্যায় স্বরবিতান মিউজিক একাদেমির দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান চন্দননগর শক্তি সংঘ ক্লাবের হল ঘরে রক সঙ্গীত মুখর সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভারম্ভ করলেন চন্দননগর পৌরনিগমের কাউন্সিলার অশোক গাঙ্গুলী।

সঙ্গীতশিল্পী মিঠু কুন্ডুর সঙ্গীতশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংস্থার শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সূচনা করলেন পরিচালক মিঠু কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও লেখক শক্তিপদ ভট্টাচার্যকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। এরপর সমবেত সঙ্গীত শুরু হয় ঋতুরঙ্গ। নৃত্য পরিবেশনাটিও বেশ নয়নাভিরাম ছিল। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোয় অঞ্জলী' 'হিমের ও লাগে ওই গগনে' 'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন' – প্রভৃতি গানের উপর নৃত্যে ঋতুরঙ্গ স্থান পায়। মোট ১২টি বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে নৃত্য হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সংস্থার শিল্পীরা। দ্বিতীয় পর্বে ছিল পিনাকি প্রামাণিকের আবৃত্তি। অনবদ্য নিবেদন ছিল। মৌসুমী পাল একক পরিবেশন করেন। গান গুলি শুনতে বেশ ভাল লাগে। অঞ্জন দে গীটার বাজিয়ে শোনান। তার শ্রুতিমধুর উপস্থাপনায় দর্শকরা মুগ্ধ হন। আগামীদিনে আরও এইরকম সাংস্কৃতিক সন্ধা পাওয়ার আশা রইল।

বাচিক শিল্পের নব উত্থান বাটা স্পোর্টস ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাটানগর: সুরে, ছন্দে, লয়ে শুধুমাত্র কবিতার সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে নিজেদের দশম জন্মদিন পালন করল বাচিক সংস্থা স্পটলাইট। গত শুক্রবার, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে বাটানগর স্পোর্টস ক্লাবে মনন মাঝে কবিতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করল স্পটলাইটের কচিকাঁচারা। সঙ্গে ছিলেন তাদের বাচিক জীবনের পথপ্রদর্শক ডোনা জানা। এদিনের এই অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করেছেন বাচিক শিল্পী সাদেকুল করিম, শানাওয়াজ খান, সঞ্চিতা কবিরাজ, সঞ্জীব মৈত্র, লেখিকা রেখা রায়, ছড়াকার উৎপলকুমার ধারা, সাংবাদিক ও আবৃত্তি শিল্পী কুণাল মালিক, সাংবাদিক অভিজিৎ দে প্রমুখরা। সঙ্গে দোসর হিসাবে অনুষ্ঠানকে প্রাণ প্রদান করেছিলেন সম্রাট, সৌরভ, শুভঙ্কর, শ্রেয়া, তনয়া, স্বরনিকা, কথা'রা। অনুষ্ঠানটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এক নব-নির্মাণের ছাপ রেখে গেল।

কবিতা

সত্য
সুবল চন্দ্র দাস

নরম কাদামাটিতে জন্ম, শিক্ষা বৈভবহীন
অনেক দোষ অনেক ভুল রয়েছে প্রতিদিন।
দিও গো ক্ষমা, নিও গো কোলে এই মিনতি মোর,
নইলে এ জীবনে হবে না যে সেই ভোর
ছিন্ন বসন, ঘৃণ্য চেহারা এটাই সত্য আজ
দৈন্য যাহার প্রত্যহ সাথে অশেষ যার বাধা
মানুষ সে তো হয় না কভু সহজে হয় গাধা।
গাধার মত খাটতে হয়, সইতে হয় হেলা
গুণীমানিতে দূরত্বও তাই অদ্ভুত এই খেলা
কবিতা লেখা দূরের কথা, স্বপ্নে কবিতা ভাবা
অন্তরে মোর ভরেছে তাই লক্ষ বাঘের থাবা,
সত্যতে রয় ভরসা খাঁটি সত্যতে রয় বল
সত্যতে যারা জীবন গড়ে হয় না সে বিফল ।

(বঙ্কিম নগর, সাগর)

কবি নজরুল
সন্তোষকুমার সরকার

নজরুল তুমি বিদ্রোহী কবি
তোমার ললিত গীতি
প্রান্তরে শোনালে রণক্ষেত্রের তূর্যধ্বনি।
তুমি কত গান গেয়ে গেছ
কত তাজা প্রাণে এনেছ
স্বাধীনতার অঙ্গীকার
তোমার গানে রয়েছে যত
নির্বাধ আনাগোনা
ঐ জেহাদেরই মন্ত্র।
তোমার গানে কবিতায়
আছে বিদ্যুতের ঝলকানি
বাংলা সাহিত্যে ঐ বিদ্রোহী কবিতা
জোগায় কত সাহস কত আবেগ
অন্যায় শোষণ নাশিবার তরে।
অগ্নিযুগের অগ্নি শিশু
মরেও মরোনি তুমি
আছো হৃদয় জুড়ে।
তোমায় স্মরণ করি বরণ করি
শ্রদ্ধার প্রণাম জানিয়ে।

(যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

পরিণতি
দত্তা রায়

যে রাতে ধ্বস নামিয়েছিলে এ হৃদয়ে,
হাতের দাগ গুণতে গুণতে
বিজলী আলো চমকে দিল,
মোচড়ানোর যন্ত্রণাকে।
আগুন যে লাগতে পারে
ছাইভস্মও জানতো না
তার করুণ পরিণতির কথা।

(গঙ্গারামপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

অভিমান
ভীমচন্দ্র ঘোষ

অভিমান শুয়ে আছে অসহায় বোধে,
নাড়িতে নাড়িতে জড়িয়ে
মাথায় দপদপে ক্ষত, জীর্ণ হাড়ে
ধরাবাঁধা আছি অনিকেশ চেতনায়
ভেতরে রক্ত গরম ঠিক ততটাই
যতটাই সহজে পোড়ানো যাবে।
নির্মল বাতাসে ভাসে
জন্ম কথা পূর্ণ ইচ্ছে প্লাবনে,
ততই স্পষ্ট হচ্ছি স্মৃতিতে
এ পৃথিবী অভিনন্দন জানায়,
সমুজ্জ্বল প্রাভাতিক ভোরে।
ভেতরে রচিত হচ্ছে পৃথিবী
অর্পণ করি নি নিঃশব্দে তোমাতে।

(কলসা, থানা ফলতা)

অনুভূতির বাঁধন
নির্মল কুমার প্রধান

রক্তের একটা বাঁধন থাকে
কিন্তু সেটা ঠুনকো সহিষ্ণু, ফিকেও কখনো
পরকে আপন করার ইচ্ছে-মাটিতে
সম্পর্কের অঙ্কুরোদ্গম ঘটতে পারে না,
এর জন্য চাই অনুভূতির ঊষ্ণতা,
আপন করবার জল-ভেজা শীতল স্পর্শ,
হৃদয় খোলা উন্মুক্ত হাওয়া।
অনুভূতির বাঁধনই পারে
পরকে আপন থেকে আপনতর করতে
তা না হ'লে -আপনও পর হয়ে যায়।

(বরদাপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

তবু ভালোবেসে
পার্থ সারথি সরকার

তোমায় ভালোবেসে থাকবো তোমার পাশে
জানবে না কোনদিন আমার কাছে বসে
তোমার মেঘ নিয়ে নেবো
বসন্তের চাঁদ দিয়ে দেবো
নদী এনে দেবো পাথরে
রজনীগন্ধা ফোটাবো বালুচরে
শ্রাবণ সন্ধ্যা নিয়ে আজীবন যাব হেসে
তোমার শ্যামল খুশী দুলে উঠলে
হাসবো তোমার হাসিতে
তোমার চোখে বর্ষা নামলে
কাঁদবো নীরব অশ্রুতে
হেমন্ত বেলা নিয়ে চলে যাব শেষে
জানবে না কোনদিন আমার কাছে বসে।

(হরিদেবপুর, কলকাতা ৮২)

ছুটি আর ছুটি
আব্দুল হান্নান

আমরা এখন আনন্দেতে আছি
ভাবতে কিছু হয় না আর মোটে
যেদিকে তাকাই খুশির চোখ নাচে
ডগমগিয়ে সময়টা বেশ কাটে।
সকাল হলে বলে না মা বাবা
ইস্কুল যাবার বড্ড হচ্ছে দেরী।
খেয়াল মতো উঠি ঘুমের থেকে
সারাটা দিন খেলায় খেলায় ঘুরি।
ভাবতে আর হয় না আগের মত
কবে পাবো পুজোর কটা ছুটি
এখন যেন সারা বছর পুজোই
হারিয়ে যাচ্ছে ইসকুল যাবার জুটি॥

(সীতারামপুর, দঃ ২৪ পরগণা)

অপরাজিতা
স্বপন দাস

একটি জীবনের কবিতা শোনাতে শোনাতে
তুমি এখন নিজেই শব্দগুলো ছিঁড়ে ফেলো।
এই লগ্নেই তুমি অপরাজিতা হয়েছিলে।
তারপর কোন ভগ্নস্তূপ প্রাসাদের
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে
জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাও।
তোমার স্পষ্ট পদক্ষেপে পদচিহ্ন আঁকা হয়।
আর এক বনাঞ্চলে এবার তোমার বসবাস শুরু হবে।
কত নিবিড় বনস্পতির ছায়া মেখে
তোমার হবে এক পুরো পৃথিবী।
যেখানে নীল আকাশের শব্দহীন সংসারে
শরীর ছুঁয়ে যাবে আরণ্যক হাওয়া
মনে পড়ে যাবে
একদিন প্রেমিক পুরুষেরা ছিলো
ছিলো শুধুই স্বপ্নের বুনিয়াদে।
তোমার শরীরে দশ বারো খানি ঘর ছিলো ...
কত সুখী ছিলে।
কোনো মৃত্যুই পরিহাস নয় ...
বলে গেলে।

(বাঁশদ্রোণী, কলকাতা)

লোভ
লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

জীবন মূলতঃ দীর্ঘশ্বাস নয় —
মানুষের পাশে মানুষ,
মানব বন্ধনে টিঁকে থাকার পাঠ
ঋতুচক্রের মতো আলো
অন্ধকারের নিরন্তর খেলা।
আমাদের ভূবনডাঙায়
একদিকে আগুনের ছ্যাঁকা
কখনও বা হিমেল হাওয়া, বসন্তের ছোঁয়া
কিংবা ধূ ধূ প্রান্তর জুড়ে রুদ্র কিংশুক।
লোভের অজগর আজও
গিলে খেতে পারেনি আমাদের বিশ্বাস
স্নেহ, মায়া মমতা, ভালোবাসাকে।

(জাঙ্গীপাড়া, হুগলি ৭১২ ৪০৪)

একান্ত
স্মৃতি দত্ত

অপরূপা আমি, শুনেছি সহস্রবার
তুমি চিনেছ আমায়
আমি নিজেকেই চিনি না
সাজতে সাজতেই বেলা পার
আর আমি ভয়ে থাকি না
সারাটা জীবন ভয়ে থেকেছি
এখন আমি জল হয়েছি
জলে ডোবাব তোমায়
লিখব না আর
যা কিছু লেখা ভেজাব জলে
কোন দায় নেই
চলে যাব দূরে ..
চুলোয় যাক পেছনের দৃশ্যাবলী।

(গড়িয়া, কলকাতা)

ক্ষমতার অলিন্দে
শশাঙ্ক শখর মাইতি

ক্ষমতার অলিন্দে এখন
স্বার্থলিপ্সু ক্ষমতালোভীদের ভীড়
উদ্দাম চটুল ভাঙড়া নৃত্য
উগ্র মাদকতায় ... ছন্নছাড়া
স্তাবকীয় অবাচীনদের আখড়া
গায়ে নামাবলী, মুখে দেশপ্রেম
অন্তঃরাজ্য জুড়ে —
অসহিষ্ণুতার ধোঁয়ার উদ্গীরণ
বিষময় বিশ্ব-জীবন
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ হানাহানি
রক্তস্রোত — মৃত্যু মিছিল
নিরাশার ...আগামীর ভবিষ্যৎ।

(পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

নববর্ষের নবোদয়
সঞ্জয় কুমার নন্দী

বসন্তের দ্বার খুলে কে এল
দেখরে তোর নয়ন মেলে
কত সাজে কত রঙে রঙীন
তার অঙ্গ রং খেলে।
বসন্তরাণীর সাজানো বাগে
কত ফুল ফুটেছে রঙে
ঋতুরাজের মোহিনী রূপে
নতুন সূর্য ওঠে যে বঙ্গে
নববর্ষের কচি পাতা ওঠে জেগে,
নবোদয় প্রভাতে,
দিগন্তে রাঙালো নতুন কর
চারিদিক কেমন মাতে।
এলো রে আমাদের শুভক্ষণ
পায়ে পায়ে ফেলে আসার
পুরানো দিনের তাপ উত্তাপ
পিছে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার।

(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

রসে বশে
ভরত বৈদ্য

খেজুরের রস ঝরে, রসে ডুবে মিষ্টি
কাঁঠালের সৃষ্টিতে চাই অঘ্রাণের বৃষ্টি
সোমরসে নেশাতে পা বশে থাকে না
মোহ রসে যৌবন, রসে বশে আসে না
আখের রস পাকিয়ে চিনি গুড় বাহারে
মাছি উড়ে ভনভন্ রস পেলে আহারে
গিন্নীর রাগ হলে প্রেমরস প্রয়োজন
রসিয়ে রসিয়ে কথা ভোলানোর আয়োজন
আগুনের আতসে মাছ বসে সাঁতরায়
দুপুরের খিদেতে পেট শুধু কাতরায়।

(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি । কবিতা বা ছড়া (১২ ১ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ) । একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন । জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয় । প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন । যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

বাংলায় প্রথমবার কবি কাজী নজরুলের বায়োপিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলায় প্রথমবার হতে চলেছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বায়োপিক। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চরিত্রে বড়ো পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। পরিচালনায় রয়েছেন পরিচালক আব্দুল আলিম। ছবিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের শৈশব থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তুলে ধরা হবে। নজরুলের এই বায়োপিকে বিশেষ চরিত্রে থাকছে আরো চমক। অন্যান্য চরিত্রে থাকবে আরো নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখ। অভিনেতা কিঞ্জল নন্দ জানান, শীতকালে

এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে। ছবিতে অনেকটা প্রস্থেটিক মেকআপের বিষয় রয়েছে। বহু ঐতিহাসিক চরিত্র এই ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠবে'। পর্দায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বর্তমানে নজরুল

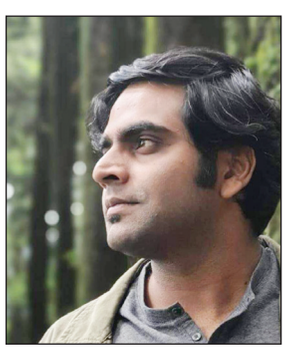

ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছেন অভিনেতা কিঞ্জল।

এই ছবির শ্যুটিং হয়ে একটা বড়ো সময় ধরে। বাংলা ও বাংলার বাইরে ছবির শ্যুটিং হবে। ছবিতে স্ক্রিপ্ট লিখছেন সৌগত বসু। বর্তমানে স্ক্রিপ্ট প্রায় শেষ। এখনো চলছে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের নানান রিসার্চ। ছবিতে একটা বড়ো পার্ট থাকছে ছবির মিউজিক। মিউজিক নিয়ে কথা চলছে মিউজিক ডিরেক্টর জয় সরকারের সঙ্গে। ছবিতে এডিটর হিসাবে থাকবেন অর্ঘকমল মিত্র।

পরিচালক আব্দুল আলিম বলেন, 'এই ছবিটি নিয়ে আমরা শ্যুটিংয়ে খুব তারাহুরো করতে চাই না। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের সবটাই তুলে ধরা হবে এই ছবিতে। আমরা প্রতিটি দিক নিখুঁতভাবে রিসার্চ করছি। ছবিতে কিঞ্জল নন্দকে প্রাণবন্ত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে দেখতে পাবে দর্শক।'

আতস কাচে

সোনা আভার

ভুবনেশ্বরে জাতীয় ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন আভা খাটুয়া। মহিলাদের শটপাটে রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন তিনি। কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ১৮.৪১ মিটার ছুঁড়ে সোনা পান তিনি। উত্তরপ্রদেশের কিরণ বালিয়ান রুপো এবং দিল্লির সৃষ্টি ভিজ ব্রোঞ্জ পান।

মনিকা ২৪–এ

ভারতের টেবিল টেনিস তারকা মনিকা বাত্রা অনন্য নজির গড়লেন। প্রথম ভারতীয় মহিলা প্যাডলার হিসেবে তিনি নাম লেখালেন বিশ্ব টিটি–র সিঙ্গলস ক্রমতালিকার প্রথম ২৫–এ। আইটিটিএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে মনিকা ১৫ ধাপ উঠে এসেছেন। বিশ্ব টিটি–র মহিলা সিঙ্গলসে মনিকার অবস্থান ২৪ নম্বরে।

নতুন জীবন

মরসুম শেষ। খেলাও নেই। এইফাঁকেই নতুন জীবন শুরু করলেন লাল হলুদ ডিফেন্ডার গুরসিমরৎ সিং গিল। গাঁটছড়া বাঁধলেন লাল হলুদের এই ডিফেন্ডার। বিয়ে করেছেন শগুনকে। এটিকে মোহনবাগান থেকে মুম্বই সিটি এফসি, সেখান থেকেই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন তিনি। তাঁর ভাই প্রভসুখন সিং গিলও গোলকিপার। তিনিও খেলেন ইস্টবেঙ্গলে। বিবাহিত দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

ক্ষুব্ধ গাভাসকর

আইপিএলে ব্রিটিশ তারকাদের খেল শেষ। দেশের হয়ে খেলতে রাজস্থান রয়্যালসের জস বাটলার, পঞ্জাব কিংসের স্যাম কারান, আরসিবির উইল জ্যাকস, রিস টপলে, কেকেআরের ফিল সল্ট যাঁরা দল ছাড়লেন ও ছাড়বেন। এভাবে দল ছেড়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। এমনকি বেতন কাটার কথাও বলেন। ইংল্যান্ড দলের ৮ ক্রিকেটার খেলছেন এই আইপিএলে। গাভাসকর বলেন, যেসব বোর্ড ও ক্রিকেটার পুরো মরসুম খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আগেভাগে চলে যাবে, তাঁদের যেন শাস্তি দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে বেতন কেটে রাখা উচিত।

বাংলাদেশ দল

অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশেলেই টি২০ বিশ্বকাপের দল গড়ল বাংলাদেশ। টাইগারদের দলে যেমন রয়েছেন সর্বোচ্চ ৯ বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া সাকিব আল হাসান, ৮ বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া মাহমুদুল্লাহ তেমনই সুযোগ পেয়েছেন প্রথমবারের মতো টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া ৬ ক্রিকেটার। ৬ তরুণের ৩ জন তানজিদ, তাওহিদ ও তানজিমের অবশ্য ভারতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ দলে ছিলেন। অলরাউন্ডার মহম্মদ সইফউদ্দিনের বাদ পড়া ছাড়া দলে বিশেষ চমক নেই। চোট নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও তাসকিন আহমেদকে রাখা হয়েছে দলে। সেইসঙ্গে তাঁকেই করা হয়েছে সহ অধিনায়ক। বাংলাদেশের নেতৃত্বে থাকছেন যথারীতি নাজমুল হোসেন শান্ত।

বাগানের টার্গেট

বজ্র আঁটুনি চাইছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। তাই নজরে কোস্টারিকার সেন্টার ব্যাক অস্কার দুয়ার্তে। বর্তমানে আল ওয়াহেদা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তিনি। খেলেন সৌদি প্রো লিগে। আল ওয়াহেদার সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে এই বছরের ২৯ জুন পর্যন্ত। তবে এইসময়ে চোট সমস্যায় জর্জরিত অস্কার। সেই জন্য দোনোমনায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টও। অস্কারের চোটের পরিস্থিতি যাচাই করেই সই করাতে চায়।

টি২০ বিশ্বকাপ ICC MEN'S T20 WORLD CUP WEST INDIES & USA 2024

অতীত বলছে, উত্তেজনার পারদ আরও চড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলের ঢক্কানিনাদ শেষ হওয়ার পরই শুরু হবে আর এক বিশ্বযুদ্ধ। টি২০ বিশ্বকাপ। সেখানেও স্বাভাবিকভাবে দেখা যাবে দেদার চার–ছক্কার বর্ষণ। সেই বাদ্যি বেজেই গেছে। অংশ নেওয়া প্রায় সব দেশের দল ঘোষণা হয়ে গেছে। এবারের টি২০ এতদিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। অংশ নেবে ২০ দল। এবারই প্রথম মার্কিন মুলুকে বসছে ক্রিকেটের এই মেগা আসর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগ্মভাবেই করছে এই বিশ্বকাপ। ৫ টি করে দেশ নিয়ে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশ যাবে সুপার ৮ এ। এই সুপার ৮ থেকে ২টি গ্রুপ করা হবে। এরপর সেখান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশ চলে যাবে সেমিফাইনালে।

টি২০ বিশ্বকাপের সূচনাটাও সবাইকে টি–টোয়েন্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা দিয়েছিল। ক্রিকেটের সবচেয়ে ছোট্ট সংস্করণের সূচনা হয়েছিল বিশ্বকাপ শুরুর বছর দুয়েক আগে। টি২০র শুরুতেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে আইসিসিও সময় নষ্ট করেনি। ক্রিকেট ঐতিহ্য, ক্রিকেট গরিমা এই শেষ হল বলে রব উঠেছিল তখনই। মনে হয়েছিল ক্রিকেট আনন্দ ধুলোয় মিশবে এবার। ২০০৭ বিশ্বকাপ। সেটাই সূচনা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকা। আর প্রথম বলটির মুখোমুখি হয়েছিলেন 'দ্য ইউনিভার্স বস' ক্রিস গেইল। শন পোলকের প্রথম বলে চার মেরে বুঝিয়ে দিলেন, টি–টোয়েন্টির ক্রিকেটে আর যা–ই হোক, বিনোদনের অভাব হবে না। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ম্যাচেই প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সেঞ্চুরি (৫৭ বলে ১১৭ রান) হাঁকিয়েছিলেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ক্রিস গেইল। এরপরও ম্যাচ জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ক্রিস গেইল একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ২০০৭ ও ২০১৬ সালে দু'বার সেঞ্চুরি করেছেন, যা এখনও রেকর্ড। যাই হোক, দুই দল ক্রিকেট–দুনিয়াকে নতুন এক উত্তেজনা উপহার দিয়েছিল সেদিন। ক্রিকেটের নতুন সংস্করণে যে পরতে পরতে উত্তেজনা, সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছিল। ক্রিকেট–বিশ্বও বুঝতে পেরেছিল, টি–টোয়েন্টি আসছে বিশ্ব শাসন করতে। ২০০৭ বিশ্বকাপ চরম উত্তেজনায় নিয়ে চলে গেল আবার ভারত পাকিস্তান ম্যাচ। ফুটবলে তো পেনাল্টি শুটআউট দেখেছে সবাই, ক্রিকেটেও দেখা মিলেছিল পেনাল্টি শুটআউটের। তা–ও সেটা ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে। আয়োজকেরা চাইছিলেন নতুন কিছু চেষ্টা করতে। তাই ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগির কোনো সুযোগ ছিল না। ম্যাচ টাই বা

ড্র হয়ে ফুটবলে যেমন নেওয়া হয় পেনাল্টি, তেমনি ক্রিকেটে নিয়ে আসা হয় বোল–আউট। নিয়মটা বেশ সোজা, ফুটবলে পেনাল্টি নেওয়ার মতোই। দুই দলের পাঁচজন বোলার এসে সরাসরি বল করবেন, থাকবেন না কোনো ব্যাটসম্যান। স্টাম্পে লাগাতে পারলেই পয়েন্ট। আন্তর্জাতিক কোনো আসরে প্রথমবারের মতো সেটি দেখার সুযোগ হয় এই বিশ্বকাপেই। প্রথম ২০ ওভার শেষে দুই দলেরই ইনিংস থামে ১৪১ রানে। ফলে ম্যাচ গড়ায় বোল–আউটে। প্রথমে বল করতে আসে ভারত। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি আনেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, হরভজন সিং ও রবিন উথাপ্পাকে। আর পাকিস্তানের অধিনায়ক শোয়েব মালিক ইয়াসির আরাফাত, উমর গুল আর শহীদ আফ্রিদিকে। ভারতের তিনজনই বল স্টাম্পে হিট করলেও পাকিস্তানের কেউ ছোঁয়াতেও পারেননি। ফলে সরাসরি জিতে যায় ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো বোল–আউটের সাক্ষী হয়ে থাকে ২০০৭ বিশ্বকাপ টি–টোয়েন্টি। পরের বছর থেকেই ম্যাচ টাই হলে চালু করা হয় 'সুপার ওভার'। ২০০৭–এ তখন মাত্র ১২ দেশ খেলেছিল এই ফরম্যাটে। নাটকীয় আর উত্তেজনার ফাইনাল জিতে প্রথম ট্রফি ছুঁলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেই বিশ্বকাপে ফাইনালেও পাকিস্তানকে হারিয়েই ট্রফি জেতে ভারত। জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে হাই ভোল্টেজ ফাইনালে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। তবে সেই বিশ্বকাপ ভারতীয়দের স্মৃতিতে চিরকাল থেকে যাবে একজনের পারফরম্যান্সের জন্যও। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে যদি কেউ একটা ঘটনা দিয়ে চেনাতে চায়, তবে এ ঘটনাই সবার আগে আসবে। এক ওভারে যে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন যুবরাজ, তার জন্য এখন পর্যন্ত টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পোস্টার বয় হয়ে আছেন তিনি। বেচারা স্টুয়ার্ট ব্রড। ঘটনার সূচনা ১৮তম ওভারের শেষ বলে। অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের শেষ বলে হুক করে ১ রান নিয়েছিলেন যুবরাজ। তখনই ফ্লিনটফ এগিয়ে এসে স্লেজিং করা শুরু করেন যুবরাজকে। তাঁদের কথা–কাটাকাটি এমন পর্যায়ে যায় যে আম্পায়ারকে এসে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এরপরই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন যুবরাজ। ইংল্যান্ড বোলিংয়ে আনে ১৯ বছর বয়সি তরুণ তারকা স্টুয়ার্ট ব্রডকে। ১৯তম ওভারে তাঁর ওপর দিয়েই স্টিমরোলার চালালেন যুবরাজ। ছয় বলে ছয় ছক্কা! এর আগেও বিশ্বকাপে ছয় ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড আছে হার্শেল গিবসের, কিন্তু যুবরাজ সিং সেদিন সবাইকে ছাড়িয়ে যান। ইংল্যান্ডের মতো প্রতিপক্ষ, ডেথ ওভার, কোনোটিই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। লক্ষ্য ছিল একটাই, বল সীমানার বাইরে পাঠানো। কাউ কর্নার, ব্যাকওয়ার্ড, স্কয়ার লেগ, এক্সট্রা কাভার, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, মিড উইকেট আর শেষটা লং অন। উইকেটের চারদিকে মেরেছেন স্টুয়ার্ট ব্রডকে। আর নিজেকে তুলেছেন বিশ্ব ক্রিকেটের অনন্য এক উচ্চতায়। ২০০৭ বিশ্বকাপ হারলেও, ২০০৯ বিশ্বকাপ ঘরে তোলে পাকিস্তানই। সেবার পাকিস্তান হারায় এশিয়ারই আর এক দেশ শ্রীলঙ্কাকে। ২০১০ বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে আছে ৬ বলে ৫ উইকেটের জন্য। ১৯ ওভারে ১৯১, হাতে ৫ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া তখন নিজেদের ইনিংসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তায় মত্ত। ৩ ওভারে ২৩ রান দেওয়া আমিরই শেষ ওভারে রান আটকানোর জন্য পাকিস্তানের অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদির একমাত্র ভরসা। ম্যাচ শেষে স্কোর? অস্ট্রেলিয়া ১৯১, অলআউট। এক ওভারে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং লাইনআপের ওপর দিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন মহম্মদ আমির। এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে ইতিহাসে নাম লিখে নেন আমির। এক ওভারে প্রথমবারের মতো এত উইকেটের পতন দেখে বিশ্ব। সেবারই প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পায় ক্রিকেটের জনক ইংল্যান্ড। ওয়ানডে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে আর কুড়ি ওভারের বিশ্ব আসর যাত্রা শুরু করে ২০০৭ সালে। ওয়ানডে বিশ্বকাপের নয় এবং বিশ্ব টি–টোয়েন্টির দুই আসর কেটে গেলেও, ট্রফির স্বাদ পাওয়া হয়নি তখনও ব্রিটিশদের। এই অপেক্ষার অবসান ঘটে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে। চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। ২০০৯ সালের বিশ্ব টি–টোয়েন্টির পর ঘরের মাঠে এককভাবে আয়োজিত ২০১২ সালের বিশ্ব টি–টোয়েন্টিতেও ফাইনালে গিয়ে থামতে হয় সাঙ্গাকারা–জয়বর্ধনেদের। তাদের সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে ২০১৪ সালে, বাংলাদেশের মাটিতে। ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে সেবার হারে ভারত। ইনিংস ভোলবার নয়। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্মৃতি রোমন্থন করতে গেলে মনে পড়বেই। বিশ্বকাপের ফাইনাল নিজের মতো করে রাঙিয়ে নিয়েছিলেন এক কার্লোস ব্রেথওয়েট। ইডেন গার্ডেন্সে ১৫৬ রানের টার্গেটে সেদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এক মারলন স্যামুয়েলস বাদে কেউ রান করতেই পারেননি। পুরো ম্যাচে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ইংল্যান্ডের। কিন্তু কথায় আছে, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে'। কার্লোস ব্রেথওয়েট সেটাই প্রমাণ করে দেখালেন। শেষ ওভারে দরকার ছিল ১৯ রান। অধিনায়ক ড্যারেন সামি পাশে বসে থাকা ক্রিস গেইলকে বোঝাচ্ছিলেন, প্রথম বলে ছয় হলেই ম্যাচ আমাদের হাতে। বাকি পাঁচ বলে দুই ছয় এমনিতেই আসবে। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সেটাই করে দেখিয়েছিলেন ব্রেথওয়েট। ফাইনালে, শেষ ওভারের চাপ মাথায় নিয়ে বেন স্টোকসকে পরপর চারবার সীমানার বাইরে আছড়ে ফেলেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে তুলে দেন তাদের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি। এর আগেও ২০১২ সালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জয় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেবার বিশ্বকাপের ট্রফি জেতার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা যেভাবে সেলিব্রেশন করেছিল তা এখনো মনে আছে সবার। ক্রিস গেইলের পুস আপ দেয়া, কোরিয়ান একটি গানের সঙ্গে নাচানাচি করা দেখে সমর্থকরা যেন ম্যাচ দেখার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিলেন। ২০১৬ সালের পর টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে লম্বা একটা বিরতি পড়ে যায়। এমনিতে সূচিতে পরের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছিল অস্ট্রেলিয়ায় ২০২০ সালে। ভারতে ২০২১ সালেও ছিল আরেকটি। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারি বদলে দেয় চেনা দৃশ্যপট। ২০২০ সালে আর বৈশ্বিক আসর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ২০২০ সালের বিশ্বকাপ সরে আসে ২০২২ সালে। আর ২০২১ সালের বিশ্বকাপ ভারতের বদলে খেলা নিয়ে আসা হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ওমানে। ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয় ২০২১ এর অক্টোবরে। মাস্কাটে আইসিসির দুই সহযোগী সদস্য পাপুয়া নিউগিনি ও ওমানের লড়াই দিয়ে শুরু হয় বিশ্বকাপ। ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া। টি –টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জেতে জস বাটলারের ইংল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে দুটি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে যায় ক্রিকেটের জনক দেশটি। এর আগে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এই বিশ্ব আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। ২০২২ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা আটটি দল সরাসরি খেলবে ২০২৪ বিশ্বকাপে। এই ৮টি দল হল– অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। এরপর আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি র‍্যাংকিং থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে আরও দুটি দেশ। তারা হল আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ। বাকি ৮টি দল মহাদেশীয় অঞ্চলভিত্তিক বাছাইপর্ব খেলে নিজেদের জায়গা চূড়ান্ত করেছে। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে ওমান ও নেপাল। এছাড়া উত্তর আমেরিকা অঞ্চল থেকে কানাডা, আফ্রিকান অঞ্চল থেকে নামিবিয়া ও উগান্ডা, পূর্ব এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পাপুয়া নিউগিনি এবং ইউরোপ মহাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করবে আয়ারল্যান্ডস ও স্কটল্যান্ড। ২০ দল, ৫৫ ম্যাচ–এত বড় পরিসরে ক্রিকেটের কোনো আসর আগে কখনো হয়নি। ২০২৪ টি––টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তাই নতুন কিছুর অপেক্ষা করে আছে।

মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য অভিনব পদক্ষেপ ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিনব পদক্ষেপ নিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য অনুমোদিত হয়ে গেল শারীরিক নিগ্রহ বিরোধী আইন। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এআইএফএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২৯১৩ 'পশ অ্যাক্ট' মেনে এই আইন তৈরি করা হয়েছে। যাতে মহিলা কর্মীরা নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারে। কোনও কর্মী কর্মস্থানে নির্যাতিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এই আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফেডারেশনের আইনি দলের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধানে এই নতুন আইন তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ফেডারেশনের অস্থায়ী সচিব সত্যনারায়ণ বলেন, 'পরিস্থিতির বিচারে এই আইনের খুব প্রয়োজন ছিল। আমরা ২৯১৩ পশ অ্যাক্ট মেনে এই আইন তৈরি করেছি। আরও কয়েকটা সংগঠনের আইনি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে এটা তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন মতো আইন বদল করাও হতে পারে। বছরে তিনবার একজন বিশেষজ্ঞ এনে এই আইন আমাদের স্টাফদের বোঝানো হবে। যাতে প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁরা এই আইনের সাহায্য নিতে পারে। জুনিয়র এবং মেয়েদের দলগুলোর জন্য এটার খুব প্রয়োজন ছিল।' গত কয়েক বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কয়েকবার শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে উঠেছে। কিন্তু নিজস্ব আইন না থাকায় কোনও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

হরিনাভিতে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থার সাংগঠনিক অচলাবস্থার কারণে দীর্ঘ ৫ মাস ধরে কোন টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে বাংলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের স্বার্থে রাজ্য সংস্থার অনুমতি সাপেক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা টেবিল টেনিস সংস্থা হরিনাভি স্পোর্টিং ক্লাবে এক আমন্ত্রণ মূলক সারা বাংলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। জেলার সম্পাদক গণেশ ঘোষ বলেন, আমরা দুটো আন্তঃজেলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা করেছি। এবার সারা বাংলার খেলোয়াড়দের স্বার্থে আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, চন্দননগর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, উঃ কোলকাতা, পুর্ব কোলকাতা, দক্ষিণ কোলকাতা, পশ্চিম কোলকাতা, বেঙ্গল টি টি একাডেমির ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছে। । প্রত্যেক বিভাগের প্রথম ৪ জনকে ট্রফি ছাড়াও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রধান কোচ হতে বিজ্ঞাপনে যোগ্যতামান ঠিক করে দিল বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রোহিত শর্মা–বিরাট কোহলিদের জন্য নতুন কোচ নেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য এরমধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বোর্ড। চলতি বছরের জুনে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। নতুন কোচের সঙ্গে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। নতুন কোচের জন্য বিসিসিআই কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে। দেখে নেওয়া যাক ভারতীয় কোচ হতে কী কী যোগ্যতা লাগবে।কমপক্ষে ৩০টি টেস্ট অথবা ৫০টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) পূর্ণ সদস্য কোনো দেশের জাতীয় দলের কোচ হিসেবে অন্তত দু'বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আইসিসির অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশের জাতীয় দল, আইপিএল বা সম মানের বিদেশি কোনো লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট দল বা কোনও দেশের 'এ' দলের কোচ হিসেবে কাজ করলেও আবেদন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অন্তত তিন বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের লেভেল ৩ অথবা সমতুল কোচিং ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স হতে হবে ৬০ বছরের কম। ভারতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালনের জন্য মুম্বাইয়ে থেকে কাজ করতে হবে। ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে হবে। সহকারী হিসেবে পাওয়া যাবে ১৪ থেকে ১৬ জনকে। ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। দলকে প্রস্তুত করার দায় তাঁরই। বিশ্বের প্রথম সারির ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার চাপ সামলাতে হবে। দলের সব ধরনের শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বও নিতে হবে প্রধান কোচকে।

দল গঠনের কাজ শেষপর্যায়ে ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ নতুন মরসুমে ভাল দল গড়ার বিষয়ে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। বাইপাসের ধারে ইমামির অফিসে বসেছিল বোর্ড মিটিং। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। ইমামির কর্তারা ছাড়াও ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্ত, শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, সহ সচিব রূপক সাহা, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলি প্রমুখ। নতুন মরসুমের দল গঠন ছিল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। বাজেট বাড়ানো নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দেবব্রত সরকার। তবে আগামী মরসুমে ভাল দল গড়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন। জানান, কোচের পছন্দ অনুযায়ী দল গড়া হচ্ছে। বিদেশির তালিকায় পরিবর্তন হবে। অধিকাংশ দলই ঠিক হয়ে গিয়েছে। ৪–৫ জন নতুন ফুটবলার নেওয়া বাকি আছে। জুনের ১৫ তারিখের মধ্যে দল গঠন শেষ করার বিষয়ে আশাবাদী। দেবব্রত সরকার বলেন, 'আমরা

ভাল দল করার বিষয়ে আশাবাদী। কোচের সঙ্গে আলোচনা করেই আমরা দল করছি। ওনার পছন্দের বিদেশির সঙ্গেই কথা বলা হচ্ছে। আমরা একজোট হয়ে এগোচ্ছি। জোরকদমে কাজ চলছে। অধিকাংশ দলই ঠিক হয়ে গিয়েছে। ৪–৫ জনকে নেওয়া বাকি। ১৫ জুনের মধ্যে দল গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ফেলতে চাই।' আগের বছর চোট–আঘাতের জন্য মরসুমের মাঝে একাধিক বিদেশি পরিবর্তন হয়েছে। মোট ১০–১১ জন বিদেশি খেলেছে লাল হলুদ জার্সিতে। এবার ভাল মানের বিদেশি আনার আশ্বাস দেন লাল হলুদ কর্তারা। একইসঙ্গে জানান, ভাল বিদেশি আনলেও নির্দিষ্ট দিনের পারফরম্যান্সের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। এই বিষয়ে মোহনবাগানের আইএসএল ফাইনাল হারের প্রসঙ্গ তোলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার।

জেলায় জেলায় টক্কর

অস্মিত চ্যাটার্জী রাইফেল শুটিংয়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা সখের বাজার নিবাসী,১৯ বছরের অস্মিত চ্যাটার্জী রাইফেল শুটিংয়ের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আদতে বারাসাতের বাসিন্দা অস্মিতের রাইফেল শুটিং কেরিয়ার শুরু হয় ২০১৬ সালে ২০১৭ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ছয়টি মেডেল পান। ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে সারা ভারত কুমার সুরেন্দ্র সিং আন্তঃবিদ্যালয়ের শুটিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জেতেন। আরো বিভিন্ন রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় তার ঝুলিতে বহু মেডেল যুক্ত হয়। যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল ওপেন এয়ার শুটিং প্রতিযোগিতায় ৬টা স্বর্ণপদক, ডাবলু বি আর এ গোল্ডকাপে(৩টি স্বর্ণপদক, ১টি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক), ডক্টর হরিহর ব্যানার্জি মেমোরিয়াল শুটিং প্রতিযোগিতায় ৩টে স্বর্ণপদ তিনটি রৌপ্য পদক। ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন পোস্ট অনলাইনে অনুষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়া শুটিং প্রতিযোগিতার যুব বিভাগের ব্রঞ্চ মেডেল জেতেন। ২০২২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট শুটিং প্রতিযোগিতায় ও মোট ১১টি মেডেল জিতে সর্বোচ্চ মেডেল জয়ের স্বীকৃতি অর্জন করেন (৫টি স্বর্ণপদক ও ২টি রৌপ্য পদক ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক)। ২০২২ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত সিআইএসসিই ন্যাশনাল শুটিং প্রতিযোগিতায় রূপো জেতে। নিউদিল্লিতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস ফর অল স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামে জয়লাভ করে সমস্ত বিভাগের পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন উপাধি পান ৫০,০০০ ক্যাশ অ্যাওয়ার্ড এবং এক বছরের স্পন্সরশিপ জয়লাভ করেন। সম্প্রতি তামিলনাড়ু চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেম (২০২৩–২৪) এ স্বর্ণপদক যেতেন কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় সারা ভারত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জেতেন।

অস্মিতের খেলা শেখা শুরু জয়দীপ কর্মকার শুটিং একাডেমিতে। এখনো এই একাডেমি থেকেই তিনি রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের খেলা গুলিতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে অস্মিত দিল্লিতে ফরিদাবাদ শহরের একটি কলেজে বি টেক কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং সেখানেই রাইফেল শুটিং অভ্যাস করছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com